রত্নকণা

মহাভারতের কথা ও উপদেশ

[illegible]র্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারত হইতে
রত্নকণা সংগৃহীত

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা সঙ্কলয়িতা

কাপড়ে বাঁধা এক টাকা
কাগজের বাঁধা বারো আনা

প্রকাশক—
শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি
রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়
১৪।১ বি, ভুবনমোহন সরকার লেন,
কলিকাতা

বৈশাখ—১৩৪৬

প্রিণ্টার—
শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
৩৯।১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

স্বদেশীয় প্রিয় ভাইভগিনী ও স্বদেশহিতৈষী
মহাত্মাগণের কর-কমলে ক্ষুদ্র রত্নকণা
সাদরে অর্পিত হইল।

কারিকরের হস্তে রত্নকণার উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়াছে
সেজন্য স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ আমাকে
ক্ষমা করিবেন।

চৈত্রী পূর্ণিমা, বঙ্গাব্দ ১৩৪৫
বেজপাড়া, শান্তিপুর

শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী

সূচীপত্র

আদিপর্ব্ব

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১	১৭	বর্ণিত	বর্ণিত
৫	১৬	ঘোষ ষাত্র গত	ঘোষ যাত্রা গত
৬	২২	।সুদেব	বাসুদেব
১০	৭	ন দ্যুত	দ্যুত
১১	১১	হইয়	হইয়া
১৩	৪	আয়োদধৌম্য	বাদ দিয়া পড়িতে হইবে
১৪	২৪	তণ্ডল	তণ্ডুল
১৬	১৪	ক্‌িলেন	কহিলেন
২০	১৪	দক্ষিনা	দক্ষিণা
২২	২	নাগ লোকে	নাগ লোক
২৫	২৩	শাসনাহ	শাসনার্হ
২৩	১০	আ।ম	আমি
২৪	১৫	করিয়লেন	করিলেন
২৬	৪	ক্রোধের	ক্রোধের
২৯	৫	পরিত্রাণেচ্ছ	পরিত্রাণেচ্ছু
৩০	২২	বৃদ্ধা	বৃদ্ধ
৩১	২১	তপঃ পরায়ণা	তপঃপরায়ণা
৩১	১২	ভগিণী	ভগিনী
৩২	১৩	পামোরু	বামোরু
৩৩	২২	আহ্লাদ নাগরে	আহ্লাদ সাগরে
৩৪	২৪	শ্বারত	শারদ্বত
৩৭	১	গোর মুখ	গৌর মুখ
৩৮	১৬	মন্ত্রমলে	মন্ত্রবলে
৩৮	২৪	তাহা	তাহা হইলে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৯	১৪	দেবতার	দেবতারা
৪০	৬	ব্যস্ত	ব্যস্ত
৪০	৭	ব্যাঘ্যত	ব্যাঘাত
৪২	২১	ক্রোষভরে	ক্রোধভরে
৪৩	৪	স্তুত বাক্যে	স্তুতি বাক্যে
৪৫	১৭	নেখিয়া	দেখিয়া
৪৯	১৪	কার্য্য	কার্য্য
৫০	১১	বাঁহাকে	যাঁহাকে
৫১	২৪	দুর্যোধন	দুর্য্যোধন
৫৫	২২	ভাগবের	ভার্গবের
৫৫	৮	দুর্যোধন	দুর্য্যোধন
৫৬	৩	পণ্ডবগণ	পাণ্ডবগণ
৬০	২৪	দেথিলেন	দেখিলেন
৬৪	১৫	তোষার	তোমার
৬৫	১৮	শীকার	স্বীকার
৭২	৩	বদ্ধিত	বর্দ্ধিত
৯৭	৭	দুর্য্যোধন	দুর্য্যোধন
১০২	১৪	কীত্তি	কীর্ত্তি

শ্রী ____________________

____

____

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যান্য বই

১। কেদারবদ্‌রী ভ্রমণ-কাহিনী ৸৹

২। নেপালের পথ ।/৹

৩। মহন্ত সন্তদাস মহারাজের স্মৃতিকথা ॥৹

৪। ব্রাহ্ম-সমাজের আদিচিত্র ও পরলোক-তত্ত্ব ৸৹

৫। তীর্থচিত্র (সচিত্র) ৸৹

রত্নকণা

আদিপর্ব্ব

মহাভারতের কথা ও উপদেশ

১। মহাভার[illegible] কল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে পবিত্র সত্যস্বরূপ বাসুদেবের [illegible]চরিত বর্ণিত আছে। তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে পাপ দূর হয়, হৃদয় পবিত্র হয়।

২। ব্রাহ্মণেরা স্বকণ্ঠে যে বেদ অধ্যয়ন [illegible]রিয়া থাকেন যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা, সেই বেদশাস্ত্রের অনু[illegible] করিয়া এই ইতিহাস মহাত্মা বেদব্যা[illegible]র্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। [illegible]নি প্রাতঃকৃত্যাদি ও ও তপজপ সমা[illegible] করিয়া তিন বৎসরে মহাভার[illegible]চনা করেন।

৩। যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা [illegible]তা, শাস্ত্রে যাঁহাকে একমাত্র পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহার প্রীতির জন্য কেহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন, যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জ্জনে একান্ত মনে ধ্যান, মনন ও অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেহ বা প্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলকেই বিসর্জ্জন করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই অতি দুষ্কর কর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করিতেছেন, সেই আদি পুরুষের মহিমা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

৪। অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ।

৫। মহাভারত একটী বৃক্ষস্বরূপ। রাজা পাণ্ডু বিক্রমপ্রভাবে নানা দেশ অধিকার করিয়া অবশেষে বনবাসী ঋষিদের সহিত অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারা ঋষিদিগের সহিত সেই পবিত্র আশ্রমে লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডু-লোকান্তর গমন করিলে, ঋষিরা পাণ্ডব দিগকে রাজধানী হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকটে উপনীত করিয়া কহিলেন, 'ইহারা পাণ্ডুপুত্র, অরণ্যে আমাদিগের প্রযত্নে রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা আপনাদিগের পুত্র, মিত্র, শিষ্য, সুহৃদ ও ভ্রাতাস্বরূপ, এই বলিয়া ঋষিরা সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের আচার ও ব্যবহারে, ভীমসেনের ধৈর্য্যে, অর্জ্জুনের বিক্রমে, কুন্তীদেবীর গুরুশুশ্রূষায়, নকুল ও সহদেবের বিনয় ও শৌর্য্যগুণে প্রকৃতিপুঞ্জ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন সমাগত সমস্ত ভূপাল-সম্মুখে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমাধান করিয়া স্বয়ংবরা কন্যা দ্রুপদ রাজনন্দিনীকে আনয়ন করিলেন। তদবধি অর্জ্জুন সকল বীরগণের পূজ্য হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নিজ ভুজবলে সমস্ত রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

যুধিষ্ঠির বাসুদেবের সৎপরামর্শে, ভীমসেন ও অর্জ্জুনের সাহায্যে দুর্দ্দান্ত জরাসন্ধ ও পরাক্রান্ত শিশুপালের বধ সাধন করিয়া দীনদুঃখীদিগকে অন্নদান ও যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া নিরাপদে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেশদেশান্তর হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বসন, কম্বল, প্রবাল ইত্যাদি রাশি

রাশি উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের উন্নতি ও সম্পত্তি দেখিয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মনোমধ্যে অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল। বিশেষতঃ ময়দানব-নির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত পরিতাপ পাইলেন। সভাপ্রবেশকালে জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রম হইলে বাসুদেবের সমক্ষে, দুর্য্যোধন নিতান্ত নীচের ন্যায় ভীম কর্ত্তৃক উপহসিত ও অপমানিত হওয়াতে অশেষ ভোগ সুখ সম্পন্ন হইলেও দিন দিন কৃশ ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের অভিমত অবগত হইয়া তাঁহার মনোদুঃখ দূর করিবার জন্য দ্যূত ক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের মনে ক্রোধ হইল। তাহাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষপূর্ণ হইয়াও দ্যূত প্রভৃতিতে উপেক্ষা করিলেন। তাহা নিবারণের কোন উপায় করিলেন না। কাজেই বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস হইল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ ও দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির অভিমত স্মরণ করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমাকে সমস্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। দেখ আমার জ্ঞাতিবিবাদে সম্মতি নাই এবং সম্মুখে কুলক্ষয় হয় আমি তাহাতেও প্রীত নহি। আমার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্রে আজও পর্য্যন্ত কোন ভিন্ন ভাব প্রদর্শন করি নাই। আমি বৃদ্ধ বলিয়া পুত্রেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। দুর্য্যোধন বিমোহিত হইলে, আমিও মোহের বশীভূত হই। এক্ষণে আমি তোমাকে সমস্ত কহিতেছি শ্রবণ কর।

অনুক্রমণিকা

১। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য রাজগণের সম্মুখে লক্ষ্য ভেদ করিয়া তাহা ভূতলে পাতিত ও দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছে তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

২। যখন শুনিলাম অর্জ্জুন দ্বারকায় স্ববিক্রম সহকারে সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়াছে তথাপি বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ও বলরাম তাদৃশ ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া পরম সখ্যভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি!

৩। যখন শুনিলাম—দেবরাজ ইন্দ্র নিরবচ্ছিন্ন মুশলধারে বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া দিব্য শরজাল বিস্তার করিয়া সেই বৃষ্টি নিবারণ করিয়া খাণ্ডব দাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

৪। যখন শুনিলাম—কুন্তীদেবীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহের প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন বিদুর তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যত্নবান আছে, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

৫। যখন শুনিলাম—একবস্ত্রা অশ্রুমুখী দুঃখিতা দ্রৌপদীকে সনাথা হইলেও অনাথার ন্যায় সভায় আনয়ন ও নিতান্ত নির্ব্বোধ দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে তথাপি ঐ দুষ্ট বিনষ্ট হয় নাই, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

৬। যখন শুনিলাম—শকুনি পাশা ক্রীড়া করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, তথাপি শান্ত ও সুশীল ভ্রাতৃগণ তাঁহার অনুগতই আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

৭। যখন শুনিলাম—বনপ্রস্থান কালে জ্যেষ্ঠ প্রতি ভক্তিপরায়ণতা প্রযুক্ত পাণ্ডবগণ অশেষ ক্লেশ স্বীকার সহকারে বিবিধ হিত চেষ্টা করিতেছেন এবং ভিক্ষোপজীবি মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত আছেন, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

৮। যখন শুনিলাম—অর্জ্জুন কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবকে যুদ্ধে প্রীত ও প্রসন্ন করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যথাবিধানে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

৯। যখন শুনিলাম—বরদানদীপ্ত ও দেবতাদিগের অজেয় পুলোমা পুত্র কালকেয়দিগকে অর্জ্জুন পরাজয় করিয়াছে এবং দুর্দ্দান্ত দানবদল দমন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তদবধি আর জয়ের আশা করি নাই।

১০। যখন শুনিলাম—ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ, যথায় নরলোকের সঞ্চারমাত্র নাই এইরূপ দুর্গমস্থানে গমন করিয়া কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তদবধি আর জয়ের আশা করি নাই।

১১। যখন শুনিলাম—কর্ণের পরামর্শ মত ঘোষযাত্রগত মৎ পুত্রেরা গন্ধর্ব্বদ্বারা সংযত ও অর্জ্জুন দ্বারা বিমোচিত হইয়াছে, তদবধি আর জয়াশা করি নাই।

১২। যখন শুনিলাম—ধর্ম্ম স্বয়ং যক্ষের আকার ধারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তদবধি আমি জয়াশায় নিরাশ হইয়াছি।

১৩। যখন শুনিলাম—বিরাট নগরীতে দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডব প্রচ্ছন্ন বেশে অজ্ঞাত বাস করিয়াছে কিন্তু আমার পুত্রেরা কিছুতেই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

১৪। যখন শুনিলাম—বিরাট-রাজ স্ব-সুতা উত্তরাকে অলঙ্কৃতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও আপনার পুত্রের নিমিত্ত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

১৫। যখন শুনিলাম—নির্জ্জিত। নিধন, নিষ্কাসিত ও স্বজনবহিস্কৃত যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিনী সেনা সংগ্রহ করিয়াছে এবং বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যিনি এক পদে এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, সেই ত্রিবিক্রম নারায়ণ তাহার সহায় ও তাহার বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই।

১৬। যখন নারদ মুখে শুনিলাম—কৃষ্ণার্জ্জুন সাক্ষাৎ নরনারায়ণ অবতার তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করেন, তদবধি আমি আর জয়াশা করি নাই।

১৭। যখন শুনিলাম—বাসুদেব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত কুরুদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিতে গমন করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন, তদবধি আমি আর জয়ের আশা করি নাই।

১৮। যখন শুনিলাম—কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিতে সচেষ্টিত আছে, কিন্তু তিনি আপনার বহুবিধ রূপ প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট করিয়াছেন, তখন আমি আর জয়াশা করি নাই।

১৯। যখন শুনিলাম—কৃষ্ণ প্রস্থানকালে নিতান্ত দীনা কুন্তীকে একাকিনী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিয়া অশেষ সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২০। যখন শুনিলাম—বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন এবং দ্রোণাচার্য্য কায়মনোবাক্যে নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের শুভানুধ্যান করিতেছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২১। যখন শুনিলাম—ভীষ্মদেব, "তুমি যুদ্ধ না করিলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না" কর্ণকে এই কথা কহিয়া সেনাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়ের আশা ক'রি নাই।

২২। যখন শুনিলাম—অর্জ্জুন বিষণ্ণ ও মোহাচ্ছন্ন হইলে কৃষ্ণ স্ব-শরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২৩। যখন শুনিলাম—ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম প্রতিদিন রণক্ষেত্রে দশ সহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিলেও পাণ্ডব পক্ষীয় বিখ্যাত কোন এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২৪। যখন শুনিলাম—ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপনার বধোপায় অবধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিষয় সংসাধন করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২৫। যখন শুনিলাম—অর্জ্জুন শিখণ্ডিকে সম্মুখে রাখিয়া মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মকে নিতান্ত নিস্তেজ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২৬। যখন শুনিলাম—ভীষ্মদেব মৎপক্ষীয় অসংখ্য লোককে বিনষ্ট ও অল্পাবশিষ্ট করতঃ, শত্রুদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে বিদ্ধ কলেবর হইয়া শর-শয্যায় শায়িত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২৭। যখন শুনিলাম—ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়া পিপাসা শান্তির নিমিত্ত পানীয় আনয়নার্থ অনুজ্ঞা করিলে অর্জ্জুন ভূমি ভেদ করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

২৮। যখন শুনিলাম,—বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য্য ইঁহারা পাণ্ডবদিগের অনুকূল আছেন এবং দুরন্ত হিংস্র জন্তু সকল যাত্রাকালে আমাদিগকে নানাপ্রকারে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

২৯। যখন শুনিলাম,—বিচিত্রবীর্য্য, দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নানাবিধ

অস্ত্রপ্রয়োগ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

৩০। যখন শুনিলাম,—মহারথ সংসপ্তকগণ যাঁহারা অর্জ্জুন বিনাশের নিমিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়াশা করি নাই।

৩১। যখন শুনিলাম—দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রগ্রহণ করিয়া সতত সাবধানে সংরক্ষণ করিতেছেন সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করতঃ তন্মধ্যে অভিমন্যু অসহায় হইয়া সহসা প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর জয়ের আশা করি নাই।

৩২। যখন শুনিলাম—সপ্তরথী অর্জ্জুন বিনাশে অসমর্থ হইয়া অল্পবয়স্ক বালক অভিমন্যুকে বধ করতঃ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৩। যখন শুনিলাম—অভিমন্যুকে বিনষ্ট করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা অতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলে অর্জ্জুন রোষভরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৪। যখন শুনিলাম—অর্জ্জুন শত্রুসমক্ষে জয়দ্রথকে বধ করিয়া অনায়াসে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৫। যখন শুনিলাম—অর্জ্জুনের অশ্বচতুষ্টয় একান্ত ক্লান্ত হইলে বাসুদেব বন্ধন উন্মোচন করতঃ তাহাদিগকে জলপান করাইয়া পুনর্ব্বার রথে যোজনা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৬। যখন শুনিলাম—কর্ণ ধনুর অগ্রদ্বারা ভীমসেনকে আকর্ষণ করিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছেন ও সে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া

ভাগ্যবলে আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৭। যখন শুনিলাম—দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও শল্য ইঁহারা প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া সমক্ষে জয়দ্রথবধে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৮। যখন শুনিলাম—দেবরাজদত্ত দিব্যশক্তি ঘোররূপী রাক্ষস ঘটোৎকচের বধনিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৩৯। যখন শুনিলাম—কর্ণ অর্জ্জুনের বধসাধন করিবার নিমিত্ত যে একপুরুষঘাতিনী শক্তি রাখিয়াছিলেন, তাহা রাক্ষস ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪০। যখন শুনিলাম—ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া মরণে স্থিরনিশ্চয়, বিশস্ত্র ও রথস্থিত দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্চেদন করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪১। যখন শুনিলাম—অশ্বত্থামার সম্মুখীন হইয়া মাদ্রীসুত নকুল অসংখ্য লোক সমক্ষে ঘোরতর দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪২। যখন শুনিলাম—দ্রোণবধে ক্রোধে অধীর হইয়া অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রধান একব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে পারিলেন না, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৩। যখন শুনিলাম,—ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছে এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি অনেকেই তথায় উপস্থিত থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৪। যখন শুনিলাম—অর্জ্জুন অতি পরাক্রান্ত কর্ণকে সমরশায়ী করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৫। যখন শুনিলাম—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অতি দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন, মহাবীর্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৬। যখন শুনিলাম,—যে শল্য বাসুদেবকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত, যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠির তাহার প্রাণনাশ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৭। যখন শুনিলাম—সহদেব কলহ ও দ্যূত প্রভৃতি কতিপয় দুর্নীতির নিদান ও অতিমায়াবী প্রবল সৌবলকে মৃত্যুমুখে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৮। যখন শুনিলাম,—দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও সহায়শূন্য হইয়া একাকী হ্রদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ জলস্তম্ভ করিয়াছে তখন আর জয়াশা করি নাই।

৪৯। যখন শুনিলাম—দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছিল, ইত্যবসরে ভীমসেন আপনার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করিয়াছে, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৫০। যখন শুনিলাম,—অশ্বত্থামা প্রভৃতি কতিপয় বীরপুরুষেরা সমবেত হইয়া দ্রৌপদীর প্রসুপ্ত পঞ্চপুত্র বিনাশ করিয়া অতি ঘৃণিত ও নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৫১। যখন শুনিলাম,—অর্জ্জুন "স্বস্তি" বলিয়া অস্ত্রদ্বারা অশ্বত্থামার অমোঘ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিবারণ করিয়াছেন, এবং তাহার তুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত অশ্বত্থামাও মণিরত্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

৫২। যখন শুনিলাম,—অশ্বত্থামা মন্ত্রপূত অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া

উত্তরার গর্ভনাশ করিয়াছেন, তদুপলক্ষে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর জয়াশা করি নাই।

এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধন দশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের পক্ষে তিনটী ও পাণ্ডবদের পক্ষে সাতটী সমুদায়ে দশটী অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে।

হে সঞ্জয়! সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে। আমার আর চেতনা নাই। মন বিহ্বল হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চেতনা হইলে বলিলেন, সঞ্জয়! এইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া জীবনধারণ করা অতি কষ্টকর, আমার জীবনের আর কি প্রয়োজন; এক্ষণে আমার দেহ বিসর্জ্জনই শ্রেয়।"

সঞ্জয় রাজাকে কাতর দেখিয়া কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আপনি দৈব ও অনুগ্রহ সমস্তই জ্ঞাত আছেন।

যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়, এই জগতীতলে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম ভঙ্গ করা কাহারও সাধ্য নহে।

ভাব ও অভাব, সুখ ও দুঃখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল সর্ব্বজীবের সৃষ্টি করেন ও কালই তাহার সংহার করিয়া থাকেন, কাল সর্ব্বজীবের দাহ করেন ও কালই তাহার শান্তি করেন।

ইহলোকে যে সমস্ত শুভাশুভ উপস্থিত হয় সে সমুদায় কাল-

মূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার কালসহকারে ঘটিয়া থাকে। জীবলোক সকলই নিদ্রিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন।

সকলই কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার এইরূপ অধীর হওয়া উচিত নহে।

১। লোকান্তরগত জনের ধর্ম্মই অদ্বিতীয় বন্ধু।

২। মিথ্যাবাদী সর্ব্বত্র অনাদরণীয় হয়।

৩। বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদ বেদাঙ্গবেত্তা ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, ক্ষমা ও বেদবাক্যধারণ এগুলি ব্রাহ্মণের পরমধর্ম্ম।

৪। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এই সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম।

৫। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও বাণিজ্য সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় এবং পুত্র নির্বিশেষে পশুপালন করাই বৈশ্যের পরমধর্ম্ম।

৬। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের পরমধর্ম্ম।

৭। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

৮। জগতে যাহারা সর্ব্বদা প্রজাগণের অহিতাচরণ করে, দৈব তাহাদিগের উপর প্রাণান্তিক দণ্ডপাত করিয়া থাকেন।

৯। স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বলের প্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত নহে, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা অতিশয় অন্যায়।

যে সময়ে দেবকল্প ভূপালেরা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা পর্ব্বতবন সমাকীর্ণা এই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয় সকলেই অতিশয় প্রীত হইলেন। তাঁহারা দোষাশ্রিত ব্যক্তি-

দিগের প্রতি ধর্ম্মতঃ দণ্ড বিধান করিতেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা প্রযুক্ত দেবরাজ ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিতেন। সেই সময় লোকের অকালে মৃত্যু হইত না এবং যৌবনকাল অবগত না হইলে কেহ দার-পরিগ্রহ করিত না। এইরূপে সসাগরা ধরা দীর্ঘজীবি আয়োদধৌম্য প্রজাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হইল।

আয়োদধৌম্য নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটী শিষ্য ছিল। তিনি একদিন পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে আদেশ করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের উপদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও পরিশেষে আলি বাঁধিতে অশক্ত হইলেন। অগত্যা তথায় শয়ন করিয়া জল নির্গম নিবারণ করিলেন। অনেক রাত্রিতে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরুণিকে দেখিতেছি না সে কোথায় গিয়াছে। তাহারা কহিল, ভগবান্, আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে প্রেরণ করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, "যথায় আরুণি গিয়াছে চল তথায় আমরা গমন করি।" তাঁহারা সেই স্থানে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "তাহাকে" এই কথা বলিলেন, 'আরুণি, তুমি কোথায় গিয়াছ আইস।" তৎশ্রবণে আরুণি সহসা তথা হইতে উত্থিত ও উপাধ্যায়ের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, "ক্ষেত্রের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা অবারণীয়, সেই জন্য তাহা নিবারণের জন্য আমি সেই স্থানে শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার কথা শ্রবণ করতঃ সহসা কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার সম্মুখীন হইলাম, এক্ষণে আর কি কার্য্য করিব, আদেশ করুন।' উপাধ্যায় উত্তর করিলেন, "বৎস! যেহেতু তুমি কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অদ্যাবধি তোমার নাম

উদ্দালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে।" আরুণি উপাধ্যায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর একটী শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার অনুমতিক্রমে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, "বৎস উপমন্যু! তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক বল?" তিনি উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" তাহা শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন. "দেখ আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপভোগ করা তোমার বিধেয় নহে।" উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিলেন। ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া সমস্ত গুরুকে প্রত্যর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত গ্রহণ করিলেন, ভক্ষণার্থ তাঁহাকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোরক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আগমন ও তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! তোমার ভিক্ষান্ন সমুদায় গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি; এখন কি আহার করিয়া থাক বল?" তিনি এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয়বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল আহরণ করিয়া আপনার উদর পূরণ

করিয়া থাকি।' উপাধ্যায় কহিলেন, "দেখ, ইহা ভদ্রলোকের কাজ নহে, ইহাতে অন্যের বৃত্তিরোধ হইতেছে, আর ইহাতে তুমি ক্রমে ক্রমে লোভ-পরায়ণ হইবে।' উপাধ্যায় এইরূপ আদেশ করিলে, উপমন্যু পূর্ব্বের ন্যায় গোচারণ ও সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস উপমন্যু তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণ লইয়া থাকি এবং নিষেধ করিয়াছি বলিয়া, তুমিও দ্বিতীয়বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমায় পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলাকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল!' উপমন্যু কহিলেন, "ভগবন্! এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।' উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ, আমি তোমায় অনুমতি করি নাই। সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ করিয়া গুরুগৃহে আগমন করিয়া গুরু চরণে প্রণাম করিলেন, গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক বল। উপমন্যু কহিলেন, বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি। উপাধ্যায় কহিলেন, "অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে সুতরাং তুমি তাহাদের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ? তোমার ফেন পান করা উচিত নহে।" এইরূপ আদেশ পাইয়া উপমন্যু পূর্ব্বের ন্যায় গোচারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিসিদ্ধ হইয়া তিনি আর ভিক্ষান্ন ভোজন করিতেন না, দ্বিতীয়বার ভিক্ষাও করিতেন না, ধেনুর দুগ্ধ পান ও দুগ্ধের ফেনোপযোগে ও বিরত হইলেন। একদা তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন, সেই সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ

ও তীক্ষ্ণ বিপাক অর্কপত্র উপযোগ করাতে চক্ষুদোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন ; অন্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে পতিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলে উপাধ্যায় আয়োদ-ধৌম্য শিষ্যদিগকে কহিলেন, "দেখ, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না," শিষ্যেরা কহিল "ভগবন্! উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত অরণ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। উপাধ্যায় কহিলেন, দেখ আমি উপমন্যুকে সর্ব্বপ্রকার আহার করিতে নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয় সে রাগ করিয়াছে; এই জন্য এখনও আসিল না। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিগে।" এই বলিয়া তিনি শিষ্যগণ সঙ্গে অরণ্যে গিয়া" "বৎস উপমন্যু তুমি কোথায় গিয়াছ" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, উপমন্যু উপাধ্যায়ের স্বর শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন আমি কূপে পতিত হইয়াছি। তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি কিরূপে কূপে পতিত হইলে, উপমন্যু কহিলেন আমি অর্কপত্র ভক্ষণে অন্ধ হইয়া কূপে পতিত হইলাম। উপাধ্যায় কহিলেন, তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনী কুমারের স্তব কর। তাহা হইলে তোমার চক্ষুলাভ হইবে। উপমন্যু উপাধ্যায়ের উপদেশানুসারে বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনীকুমার দেবতাদ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্ব্বভূত প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থা দ্বারা তোমা-দিগের ইয়ত্তা করা যায় না ; তোমরাই মায়া মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ, তোমরা শরীর বৃক্ষে পক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর ; তোমরা স্বীয় প্রকৃতির বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিল বিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমি নির্ব্ব্যাধি হইবার

জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমাদিগের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমরা পরম রমনীয় ও নির্লিপ্ত, বিলীন জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়া বিকার রহিত এবং জন্ম-মৃত্যু বিবর্জ্জিত; তোমরা সর্ব্বকাল সমভাবে বিরাজমান আছ; তোমরা ভাস্কর সৃষ্টি করিয়া দিন যামিনীরূপ শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্র দ্বারা সংবৎসররূপ বস্ত্র বয়ন করিতেছ; তোমরা জীবদিগকে সুবিহিত পথ সতত প্রদর্শন কর; তোমরা পরমাত্ম শক্তিরূপ কালপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবাত্মা স্বরূপ পক্ষিনীকে মোক্ষরূপ সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছ। জীবেরা যাবৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষ স্পর্শ শূন্য চৈতন্য স্বরূপ তোমাদিগকে শরীরী বলিয়া ভাবনা করে। ত্রিশত ষষ্টি দিবসস্বরূপ গো সকল, সংবৎসররূপ যে বৎস উৎপাদন করে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ ফলক্রিয়া সমূহরূপ গো হইতে তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ দুগ্ধ দোহন করেন, উৎপাদক ও সংহারক সেই বৎসকে তোমরাই প্রসব করিয়াছ। অহোরাত্র স্বরূপ সপ্ত-শত বিংশতি অর, সংবৎসর-রূপ নাভিতে সংস্থিত এবং দ্বাদশ মাসরূপ প্রধি দ্বারা পরিবেষ্টিত যুগ্মৎ প্রকাশিত নেমিশূন্য মায়াত্মক অক্ষয় কালচক্র নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দ্বাদশ রাশি রূপ অর, ছয় ঋতু স্বরূপ নাভি ও সংবৎসররূপ অক্ষ সংযুক্ত এবং ধর্ম্ম ফলের আধার-ভূত এক খানি চক্র আছে, যাহাতে কালাভিমানিনী দেবতা সতত অবস্থিত আছেন। হে অশ্বিনী কুমার যুগল! তোমরা ঐ চক্র হইতে আমাকে মুক্ত কর, আমি জন্ম মরণ ক্লেশে অতিশয় ক্লিষ্ট আছি। তোমরা সনাতন ব্রহ্ম হইয়াও জড় স্বভাব বিশ্বস্বরূপ, তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বরূপ। আকাশাদি সমস্ত জড় পদার্থ তোমাদের স্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, তোমরাই অবিদ্যা প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে বিমুখ হইয়াও বিষম বিষয় রসাস্বাদ-সুখ-ভোগ দ্বারা

২

ইন্দ্রিয় বৃত্তি-চরিতার্থ করিয়া সংসার মায়া জালে জড়িত হও। তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে দশদিক্, আকাশ ও সূর্য্যমণ্ডলের উদ্ভাবন করিয়াছ; মহর্ষিগণ শ্রুত্যবিহিত সময়ানুসারে বেদ-প্রতিপাদ্য কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করেন এবং নিখিল দেবগণ ও মনুষ্যেরা বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদের পঞ্চীকরণ করিয়াছ, সেই পঞ্চভূত হইতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে, প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া বিষয়ানুরক্ত হইতেছে এবং নিখিল দেবগণ ও সমগ্র মনুষ্য, অধিষ্ঠান-ভূতা এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত আছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের কণ্ঠ-দেশাবলম্বিত কমল মালিকাকে প্রণাম করি। নিত্যমুক্ত কর্ম্মফলদাতা অশ্বিনীকুমার যুগলের সাহায্য বিনা অন্যান্য দেবগণ স্বকীয় কার্য্য-সাধনে সক্ষম নহেন। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! তোমরা অগ্রে মুখ দ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর, পরে অচেতন দেহ, ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে, ঐ গর্ভ প্রসূত মাত্র মাতৃস্তন্য পানে নিযুক্ত হয়। এক্ষণে তোমরা আমার চক্ষুদ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণরক্ষা কর।" অশ্বিনীকুমারযুগল উপমন্যুর এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং কহিলেন,"আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি কহিলেন, আপনাদিগের কথা অবহেলন করিবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া (অপিষ্টক) ভক্ষণ করিতে পারি না।

তখন অশ্বিনীতনয়দ্বয় কহিলেন, "পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় আমাদিগকে স্তব করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি গুরুকে নিবেদন না করিয়া তাহা উপযোগ করিয়াছিলেন, অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছিলেন তুমিও সেইরূপ কর। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু কহিলেন,

আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না।” অশ্বিনীকুমারদ্বয় কহিলেন, তোমার এই প্রকার অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম, তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমার হিরন্ময় হইবে এবং চক্ষুঃও শ্রেয়ো লাভ করিবে। উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বর দান প্রভাবে পূর্ব্ববৎ চক্ষুরত্ন লাভ করিয়া গুরু সন্নিধানে গমন ও অভিবাদন করত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, “অশ্বিনী তনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গল লাভ করিবে। সকল বেদ ও সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র সর্ব্বকাল তোমার স্মৃতি পথে থাকিবে।

আয়োদধৌম্যের বেদ নামে অপর একটী শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন, “বৎস বেদ! তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল শুশ্রূষা কর, তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে। বেদ তদীয় বাক্য শিরোধারণ পূর্ব্বক গুরু শুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন তিনি শীত, উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, উপাধ্যায় তাঁহার প্রতি অতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ আশ্রমে বাস কালে তাঁহারও তিনটী শিষ্য হইল। বেদ শিষ্যদিগকে কোন কার্য্যে নিয়োগ বা আত্মশুশ্রূষা করিতে আদেশ করিতেন না। কারণ গুরুকুলবাসের দুঃখ

তাঁহার মনোমধ্যে সতত জাগরূক ছিল। এই জন্য তিনি শিষ্যগণকে ক্লেশ দিতে পারিতেন না।

কিছুকাল পরে এক ভূপাল বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়রূপে বরণ করিলেন। একদা তিনি যাজন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান কালে উতঙ্ক নামক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "বৎস! আমি স্থানান্তরে চলিলাম, তুমি আমার আশ্রম দেখিও।"

কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সুচরিত শ্রবণে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস উতঙ্ক তোমার কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিব বল। তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার সকল মনোরথ সফল হউক। তুমি গৃহে গমন কর। "গুরু কর্ত্তৃক এইরূপ আদেশ পাইয়া উতঙ্ক কহিলেন, ভগবন্, আমি দক্ষিণা দিতে প্রার্থনা করি, কারণ এইরূপ শ্রুতি আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিনা না দিয়া অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে এক জন হয় মৃত্যু নতুবা বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয়।

অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি।" উপাধ্যায় করিলেন, "তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ কর।" উতঙ্ক উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে গুরুপত্নী সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "মাতঃ! গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আদেশ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিলষিত গুরু দক্ষিণা দিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে বাসনা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত। উপাধ্যায়ানী কহিলেন "বৎস! পৌষ্যরাজার ধর্ম্ম পত্নী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়াছেন, তাহা আনিয়া আমাকে প্রদান কর।"

উতঙ্ক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, এবং পৌষ্যরাজ

সন্নিধানে গমন করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আথিভাবে আপনার নিকট আসিয়াছি" রাজা তাহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! এই দাস আপনার কি উপকার করিবে আদেশ করুন।" উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! আপনার মহিষী যে কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করেন, গুরু দক্ষিণা দিবার বাসনায় আপনার নিকট আমি তাহা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।" পৌষ্য কহিলেন, "আপনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিনীর নিকট উহা প্রার্থনা করুন। উতঙ্ক তাহার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে গমন করিয়া রাজমহিষীকে কহিলেন, "আমি গুরু দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য তোমার নিকট কুণ্ডল-দ্বয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আমাকে উহা দান কর। "রাজমহিষী অত্যন্ত প্রীতা হইয়া সৎপাত্র বোধে তৎক্ষণাৎ তাহা দান করিলেন এবং কহিলেন, "নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয় সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধানে লইয়া যাইবেন। উতঙ্ক কহিলেন তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না "এই বলিয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, পথি মধ্যে দেখিলেন, তক্ষক ক্ষপণকবেশে ধীর পদে আসিতেছে ও মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে কুণ্ডলদ্বয় ভূতলে রাখিয়া স্নানতর্পণাদির নিমিত্ত সরোবরে গমন করিলেন। এই সময় ক্ষপণকরূপে তক্ষক নিঃশব্দে তথায় আসিয়া সত্বর কুণ্ডলদ্বয় লইয়া পলায়ন করিল।

উতঙ্ক বহু কষ্টে কুণ্ডলদ্বয় উদ্ধার করিয়া গুরু গৃহে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায়নীকে অভিবাদন করিয়া ঐ দুইটি দিলেন। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন, চিরকাল সুখে থাক।

উতঙ্ক গুরুপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া উপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া সকল ঘটনা বর্ণনা করিলেন। উপাধ্যায় কহিলেন,

"বৎস, ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নাগলোকে হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা সহজ নয়। বৎস, এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর এবং তোমার শ্রেয়ো লাভ হউক।" উত্তঙ্ক উপাধ্যায়ের আদেশ ক্রমে তথা হইতে বিদায় লইয়া তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার বাসনায় হস্তিনাপুরে গমন করিয়া রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইয়া কহিলেন, "আপনার পিতৃবৈরী তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনাদোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়া ছিল, তাহাতেই তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ! আমি গুরু দক্ষিণা আনিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে অনেক বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল।

রাজা পরীক্ষিৎ

কৌরব বংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন, তিনি সর্ব্বদাই শিকার করিয়া মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি এক মৃগকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠে শরাসন ধারণ করিয়া নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইলে কোন মৃগই জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিতে পারে না, কিন্তু এই মৃগ যে বাণ বিদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিল, উহা কেবল তাহার অচিরাৎ স্বর্গলাভের হেতু হইয়া উঠিল।

রাজা পরীক্ষিৎ মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে অতি দূর দেশে উপনীত হইলেন। সাতিশয় পরিশ্রান্তও পিপাসার্ত্ত হইয়া এক আশ্রমে উপস্থিত হইয়া এক তপস্বীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিসত্তম! অমি অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি আমি এক মৃগকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম, সে পলায়ন করিয়াছে, কোন দিকে পলায়ন করিল তুমি কি দেখিয়াছ?" মুনিবর মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। তখন রাজা পরীক্ষিৎ ক্রোধান্ধ হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলন করিয়া মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন, ঋষি তাহাতে ক্রোধ করিলেন না এবং ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যথিত মনে আপন রাজধানীতে গমন করিলেন, কিন্তু সেই ঋষি

তদবস্থই রহিলেন। ঐ ক্ষমাশীল মহামুনি রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম্ম-নিরত জানিতেন এই নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন না।

ঐ মহর্ষির শৃঙ্গী নামে এক তরুণ বয়স্ক পুত্র ছিলেন। শৃঙ্গী অতিশয় রোষ-পরবশ, তিনি একবার ক্রুদ্ধ হইলে আর তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন। একদা শৃঙ্গী সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনানন্তর ত্বদীয় আদেশ লইয়া আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষি পুত্র হাসিতে হাসিতে তৎসন্নিধানে তদীয় পিতার অপমান-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রুক্ষস্বভাব শৃঙ্গী পিতার অপমান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কৃশ হাসিতে হাসিতে কহিলেন, যাও যাও "আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না। হে শৃঙ্গিন্ কৈ এক্ষণে তোমার সেই পুরুষত্বাভিমান এবং তাদৃশ সগর্ব্ব বাক্যই বা কোথায় রহিল? তোমার পিতাও এই রূপ অপমানিত হইয়াও কিছুই করিলেন না। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।"

মহাতেজাঃ শৃঙ্গী স্বীয় জনকের স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সখা কৃশকে কহিলেন, "সখে! অদ্য মৃগয়া-বিহারী পরীক্ষিৎ কেন আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প সংলগ্ন করিলেন?" কৃশ সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শৃঙ্গী সখার মুখে নিরাপরাধ পিতার এইরূপ অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণকরিয়াকোপোপরক্ত নয়নে আচমন পূর্ব্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, "যে নৃপাধম আমার মৌনব্রতাবলম্বী বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প অর্পণ করিয়াছে, আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্তরাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে

যম সদনে প্রেরণ করিবে"। শৃঙ্গী রাজাকে এইরূপ শাপগ্রস্ত করিয়া স্বকীয় পিতা শমীকের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প রহিয়াছে। তদ্দর্শনে পুনর্ব্বার অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, পরে স্বীয় পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনাপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি তাহাকে এই উগ্র শাপ প্রদান করিয়াছি যে "পন্নগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে দংশন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।" শমীক কুপিত পুত্রের এই অহিতানুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র! তুমি রাজা পরীক্ষিতকে শাপ প্রদান করিয়া অতি কুকর্ম্ম করিয়াছ আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বীগণের এইরূপ ধর্ম্ম নহে। আমরা সেইরাজার রাজ্যে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্ব্বক আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন কখনও কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের সহ্য করা উচিত।

সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তিনি আমার মৌনব্রতাবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন।

রাজা উচ্ছৃঙ্খল লোকদের প্রতি দণ্ডবিধান করেন, রাজদণ্ড ভয়ে ধর্ম্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয়। রাজার প্রভাবেই সমুদায় যজ্ঞ-ক্রিয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্যগণের পরম উপকার হয়। সেই ভূপতি কোনপ্রকারে আমাদের শাপ প্রদানের পাত্র নহেন।

কিন্তু হে পুত্র! পিতা বয়স্থ সন্তানকেও শাসন করিতে পারেন, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা; তুমি বালক অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্হ। আমি জানি তুমি সর্ব্বদা তপোনুষ্ঠান করিয়া থাক, তপঃপ্রভাব-শালী মহাত্মারা অতিশয় কোপন

স্বভাব হইয়া থাকেন। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর।

তুমি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফলমূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রোধের উপশম কর। তাহা হইলে শাপ প্রদান জন্য তোমার আর ধর্ম্মক্ষয় হইবে না। দেখ ক্রোধ সংযমীদিগের বহু যত্নে সঞ্চিত ধর্ম্মরাশির লোপ করে। ধর্ম্মবিহীন লোকদের সদ্‌গতি লাভ হয় না। শমগুণই ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় তপস্বীদিগের সর্ব্বত্র সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই ক্ষমাবানের মঙ্গল; হে পুত্র! তুমি সর্ব্বদা ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কাল যাপন কর। ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

আমি শম-পরায়ণ অতএব এক্ষণে আমার যতদূর সাধ্য সেই নরপতির উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি নৃপসন্নিধানে এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র অপরিণত বুদ্ধি ও বালক সে আপনাকে শাপ প্রদান করিয়াছে।"

দয়াবান্ মহাতপাঃ শমীকঋষি রাজা পরীক্ষিতের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিবান জন্য শ্রুতশীল বিশিষ্ট গৌরমুখ নামে শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিয়া দিলেন যে, "তুমি অগ্রে দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিয়া রাজার ও রাজকার্য্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, তৎপরে এই অশুভ সংবাদ দিবে।

গৌর মুখ গুরুর আজ্ঞানুসারে অবিলম্বে হস্তিনানগরে গমন করিয়া দ্বারপাল দ্বারা অগ্রে সংবাদ দিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সমাদরে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। গৌরমুখ রাজকৃত সংকার গ্রহণ করিয়া শমীক ঋষির বাক্য সকল কহিতে লাগিলেন। "মহারাজ! শান্ত দান্ত পরম ধার্ম্মিক শমীক নামে এক ঋষি

আপনার অধিকারে বাস করেন। আপনি শরাসনের অগ্রভাগ দ্বারা সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহর্ষির স্কন্ধে এক মৃত সর্প অর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন, মহামুনি শমীক আপনার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় পুত্র শৃঙ্গী ক্রোধে অধীর হইয়া আপনাকে শাপ দিয়াছেন যে, সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে আপনার প্রাণ বিয়োগ হইবে। শমীক মুনি শাপ-নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার সাধ্য সে শাপ অন্যথা করে। মহর্ষি আপনার হিতার্থে আমাকে এই শাপ সংবাদ দিতে পাঠাইলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপনার দুষ্কর্ম স্মরণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। বিনাপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ শোকার্ত্ত হইলেন, আপনার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে সেইরূপ হইলেন না। রাজা গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, "মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে বলিবেন, তিনি যেন আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকেন।"

রাজা গৌরমুখকে বিদায় করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নমনে আপন মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণানন্তর এক এক স্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিয়া সেই প্রাসাদে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম দিবসে তক্ষক সর্পদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা কেহ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বিশেষ প্রয়োজন আছে ছল করিয়া রাজসমীপে গিয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।"

নাগগণ তক্ষক কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ফল, পুষ্প, কুশ ও জল দিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া

অমাত্যগণকে ও সুহৃদ্দিগকে কহিলেন, "আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত সুস্বাদ ফল আহার করি।

যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈব নির্ব্বন্ধ ক্রমে সেই ফলটী আহার করিতে লইলেন। আহার করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অণুপ্রমাণ তাম্রবর্ণ কৃষ্ণনয়ন কীট বহির্গত হইল। রাজা সেই কীট গ্রহণ করিয়া সচিবদিগকে কহিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আজি আমার বিষের ভয় নাই! এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক্। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের বাক্যও সত্য হয়। মন্ত্রীরা কাল প্রয়োজিত হইয়া সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন। মরণোন্মুখ রাজার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, তিনি সেই কীট স্বীয় গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীট রূপী তক্ষক নিজ দেহদ্বারা তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিল, তখন রাজার চৈতন্য হইল। তক্ষক অতি বেগে রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের শরীর দ্বারা বেষ্টিত ও ভীষণ গর্জ্জন করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহারা পলায়নকালে দেখিলেন, ভুজঙ্গরাজ তক্ষক দীপ্তাগ্নি শিখাসদৃশ স্বীয় শরীরদ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতি বেগে গমন করিতেছেন। রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজ পুরোহিতগণ ও মন্ত্রিবর্গ সমবেত হইয়া তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন। পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশু পুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

জরৎকারু মুনি

মহাতপা জরৎকারু মুনি বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া শীর্ণকলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া অবনীমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেন এবং যেস্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত। সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর বায়ুমাত্র ভোজী পরিত্রানেচ্ছু অতি দীনভাবাপন্ন স্বকীয় পিতৃগণ এক মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান্ রহিয়াছেন। মহর্ষি জরৎকারু তাহাদিগকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন ও মহাগর্ত্তে লম্বমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,'আপনারা কে, আর কি জন্যই বা এইরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছে, আদেশ করুন আমি তপঃপ্রভাবে আপনাদের কষ্ট দূর করি।'

পিতৃগণ কহিলেন, "হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্! তুমি তপঃপ্রভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাহিতেছ, কিন্তু তপস্যাদ্বারা আমরা উদ্ধার হইব না; আমাদের তপঃসিদ্ধি আছে, কেবল বংশ ক্ষয়োপক্রম হওয়াতে আমরা এই অপবিত্র স্থানে পতিত হইতেছি। "সন্তানই পরম ধর্ম্ম"। তুমি আমাদের দুঃখে কাতর হইয়াছে, অতএব তোমাকে আমাদের পরিচয় প্রদান করিতেছি। আমরা যাযাবর নামে ব্রতশীল ঋষির সন্তান। বংশক্ষয়ের উপক্রম হওয়ায় পবিত্র লোক ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদিগের কঠোর তপস্যার ফল অদ্যাপিও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদিগের জরৎকারু

নামে এক সন্তান আছেন, তিনি বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী ব্রতনিরত ও তপঃপ্রভাব সম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয়েই সমান হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী পুত্র বান্ধব কেহই নাই, কেবল কঠোর তপস্যা করিয়া কাল যাপন করেন।"

জরৎকারু কহিলেন, "হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমারই পূর্ব্ব পুরুষ; আমিই আপনাদের সেই পাপাত্মা ও কৃতঘ্ন পুত্র, আমার নাম জরৎকারু, এক্ষণে আপনাদের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে আদেশ করুন।

পিতৃগণ কহিলেন, 'বৎস! আমাদিগের সৌভাগ্যবলে তুমি এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জন্য দার-পরিগ্রহ কর নাই?" জরৎকারু কহিলেন, "হে পিতৃগণ! আমার মনে সর্ব্বদা এই উদয় হয় যে, আমি উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিব, কদাচ দার-পরিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আপনাদিগকে এই মহাগর্ত্ত মধ্যে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া আমার ব্রহ্মচর্য্যের বাসনা অপনীত হইল, আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে অচিরাৎ বিবাহ করিব। কিন্তু তদ্বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি কন্যা আমার সনাম্নী ও ভিক্ষাস্বরূপ প্রাপ্ত হই এবং তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে না হয় তাহা হইলেই তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারি। আমার সেই পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সেই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। হে পিতামহগণ! তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।"

মহর্ষি জরৎকারু এইরূপে পিতৃগণকে আশ্বাসিত করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ বলিয়া কেহই তাঁহাকে কন্যা দান করিতে উদ্যত হইলেন না। তিনি তখন দুঃখার্ত্তমনে অরণ্যানী প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পিতৃলোক

হিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। "এইস্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু বর্ত্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি যাযাবর বংশে সমুদ্ভূত। আমার নাম জরৎকারু, জন্মাবধি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কাল যাপন করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপভয়ে আমাকে পানিগ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন, আমি নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দার পরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধরণীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কন্যালাভ হইল না। অতএব এক্ষণে আমি যাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তির মংসনাম্নী দুহিতা থাকে। আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষা স্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং তাঁহাকে যদি আমায় ভরণ পোষণ করিতে না হয়, তবে তাহাকে আনায়ন করুন আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব। যে সকল সর্প জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সত্বর যাইয়া বাসুকিকে সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় ভগিণীকে বিচিত্র বসন ভূষণে বিভূষিতা করিয়া জরৎকারু সন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। কিন্তু মুনিবর কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, "আমি ইহার ভরণ পোষণ করিতে পারিব না।"

নাগরাজ বাসুকি কহিলেন "আমার এই ভগিনী আপনার সনাম্নী এবং ইনি তপঃপরায়না। আর অঙ্গীকার করিতেছি আমি ইহার ভরণ পোষণ করিব।" ঋষি কহিলেন যে, "আমি ইহার ভরণ পোষণ করিব না এবং ইনিও আমার কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না। করিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।"

বাসুকী ভগিনীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিলে মহাতপাঃ জরৎকারু তাঁহার বাসভবনে গিয়া যথা বিধানে তদীয় ভগিনীর পাণি পীড়ন করিলেন। বিবাহ কালে মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। বিবাহান্তে জরৎকারু ভার্য্যাসহ ভুজঙ্গরাজের ভবনে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন জরৎকারু শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন, দ্বিজেন্দ্র নিদ্রাক্রান্ত হইলে দিনমণি অস্তাচলে গমন করিলেন। মনস্বিনী নাগ ভগিনী সায়ংকাল আগত দেখিয়া স্বামীর তৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াকলাপ লোপের ভয়ে সুখপ্রসুপ্ত মহাতপাঃ জরৎকারুকে কহিলেন, মহাভাগ! সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন 'গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত।' ভগবান্ জরৎকারু রোষভরে কহিলেন, 'হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অবমাননা করিলে, অতএব আমি আর তোমার নিকট অবস্থিতি করিব না, যথাস্থানে গমন করিব। হে পামোরু! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি তিনি যথাকালে অস্তগত হন। অপমানিত হইলে সামান্যলোকও তথায় বাস করে না।"

তদীয় এতাদৃশ নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণে বাসুকিভগিনী কহিলেন, ভগবন্! ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশে করি নাই।' তখন ক্রোধাবিষ্ট জরৎকারু কহিলেন "ভুজঙ্গমে আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। এতদিন তোমার নিকট পরম সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম; আমি গমন করিলে তোমার ভ্রাতাকে কহিও সেই মুনি গমন করিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অদর্শনে শোকাভিভূতা হইও না। তাঁহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগস্বসা জরৎকারুর মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। পরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন,

হে ধর্ম্মজ্ঞ! নিরপরাধে আমায় পরিত্যাগ করিও না। ভ্রাতা যে অভিসন্ধিতে আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, তিনিইবা আমাকে কি বলিবেন। আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন? আমার গর্ভের পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপ মোচন হইবে, হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। নিরপরাধে আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন।"

মহর্ষি জরৎকারু সহধর্ম্মিণীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া তৎকালোপযুক্ত-বাক্যে কহিলেন, "সুভগে! তোমার গর্ভে পরমধার্ম্মিক বেদবেদাঙ্গপারগ ঋষি জন্মিবেন", এই বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নাগদুহিতা ভ্রাতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া স্ব-ভর্ত্তার গমন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ভুজঙ্গরাজ বাসুকি অতিশয় অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতাপ পাইলেন, এবং কহিলেন, ভদ্রে! আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারু হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি তুমি তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছ। অতএব হে ভদ্রে, তোমার ভর্ত্তৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পরিচয় দিয়া আমার চির প্রোত্ত হৃদয়শল্য উন্মুলিত কর।"

নাগদুহিতা জরৎকারু কহিলেন! ভ্রাতঃ! তিনি গমন কালে আমাকে কহিলেন, ভুজঙ্গমে! আমি নিক্রান্ত হইলে তুমি সন্তাপ করিও না। অগ্নিসমপ্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র হইবে। অতএব হে ভ্রাতঃ এক্ষণে তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক। বাসুকি তথাস্তু বলিয়া ভগিনীবাক্য স্বীকার করিলেন ও আহ্লাদনাগরে মগ্ন হইয়া মধুর সম্ভাষণ, সম্মান ও অলঙ্কারাদি দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে নাগ ভগিনী জরৎকারু যথা সময়ে পিতৃমাতৃ উভয় কুলের ভয়াপহারক

দেবকুমার সদৃশ এক কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজগৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালেই ভৃগুনন্দন চ্যবনের নিকট নিখিল বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার গর্ভাবস্থানকালে তদীয় পিতা "অস্তি" এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন।

বাসুকি অলৌকিক ধীশক্তি সম্পন্ন সেই বালককে পরম যত্নে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন, তিনিও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া নাগকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

একদা রাজা জন্মেজয় স্বীয় মন্ত্রীগণকে কহিলেন, "হে অমাত্যগণ! তোমরা আমার পিতার নিধন বৃত্তান্ত সমুদায় জান; এক্ষণে আমি তোমাদের নিকট তাহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রতিবিধান চেষ্টা করিব।" ধার্ম্মিক ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন অমাত্যগণ মহারাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন রাজন্! আপনার পিতা মহাত্মা পরীক্ষিতের যেরূপ চরিত্র ও তিনি যে প্রকারে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ধর্ম্মাত্মা প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পরীক্ষিৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় প্রজা পালন পূর্ব্বক ভগবতী ভূতধাত্রীকে রক্ষা করিতেন। তদীয় অধিকার কালে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি কাহারও দ্বেষ্টা ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতিও কেহই বিদ্বেষ করিত না। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন দরিদ্রদিগকে ভরণ পোষণ করিতেন। তদীয় কলেবর দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় লোকের প্রিয়দর্শন ছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ শারদ্বত হইতে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ও ভগবান্ ভূতভাবন

বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতি শাস্ত্রে পারদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী এবং ষড়বর্গবিজেতা ছিলেন। রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া সংসার লীলা সংবরণ করেন। তদীয় নিধনকালে সকলেই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে আপনি কুল ক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া বহু বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন। জন্মেজয় কহিলেন, "মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই বংশে এমন কোন রাজা ছিলেন না যে, তিনি প্রজাবর্গের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন না করিতেন। অতএব আমার পিতা তথাপি রাজা হইয়াও কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা যথার্থরূপে বর্ণনা কর, আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি।" রাজার প্রিয়হিতাভিলাষী মন্ত্রিগণ তদীয় আদেশে পরীক্ষিতের নিধনবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ! আপনার পিতা পাণ্ডু রাজার ন্যায় অসাধারণ ধনুর্দ্ধর ও মৃগয়াতৎপর ছিলেন, একদা তিনি আমাদের উপর সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া মৃগয়ার্থ অরণ্যানী প্রবেশ পূর্ব্বক শাণিত বাণ দ্বারা একটী মৃগকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিদ্ধ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সহিত অতি সত্বরপদে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পলায়িত বাণবিদ্ধ মৃগের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎকালে তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও অতি জীর্ণকলেবর হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকাল মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে অরণ্য মধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। ঐ মুনি মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যান

করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না। রাজা ক্ষুধার্ত্তও পিপাসার্ত্ত ছিলেন, সুতরাং তিনি মুনিকে উত্তরদানে পরান্মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিবোধিত না করিয়া রোষাবেশ প্রকাশ পূর্ব্বক ধরাতল হইতে ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া সেই শুদ্ধচিত্ত মুনিবরের স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিলেন। তথাপি তিনি কিছুই না বলিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সর্প স্কন্ধে ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন। ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে সেই মুনিবরের স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত ঋষির মহাবীর্য্যসম্পন্ন অতি কোপনস্বভাব শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিলেন। ঋষি কুমার প্রজাপতির আরাধনান্তর তদীয় অনুমতি লইয়া ব্রহ্মলোক হইতে ভূর্লোকে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সখাসন্নিধানে নিজ পিতার অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, 'বয়স্য! তোমার পিতা ধ্যান করিতেছিলেন, এই অবসরে রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া অকারণে তাঁহার স্কন্ধদেশে এক মৃত সর্প নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছেন। মহারাজ! শৃঙ্গী অল্পবয়স্ক হইয়াও প্রাচীনপ্রায় ছিলেন। তিনি সখা মুখে নিজ পিতার অপমান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া আচমন পূর্ব্বক আপনার পিতাকে এই অভিসম্পাত করিলেন, যে ব্যক্তি নিরপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়াছে, দুর্ব্বিষহ বীর্য্যসম্পন্ন নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তাহের মধ্যে সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিবে।" ঋষিকুমার এই অভিশাপ দিয়া সখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য। অদ্য আমার তপঃপ্রভাব দেখ? পরে শৃঙ্গী পিতার নিকট আগমন করিয়া স্বদত্ত শাপবৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। তখন সেই সদাশয় মুনিবর নিরুপায় ভাবিয়া সুশীল গুণসম্পন্ন

গৌরমুখ নামক শিষ্যকে এই কথা বলিয়া আপনার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন, "আমার পুত্র আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে নাগরাজ তক্ষক আসিয়া সপ্তাহের মধ্যে স্বকীয় তেজঃ দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিবে, হে মহারাজ! তুমি অদ্যাবধি সাবধান হও।"

গৌরমুখ রাজ গোচরে উপনীত হইয়া বিশ্রামান্তে ঋষিবাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে সাবধানে রহিলেন। অনন্তর সেই সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে মহর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকট গমন করিতে ছিলেন, ব্রাহ্মণ বেশধারী নাগরাজ তক্ষক পথিমধ্যে তাহার সন্দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এত সত্বরে কোথায় যাইতেছেন এবং কেমনে করিয়াইবা যাইতেছেন? মহর্ষি কাশ্যপ কহিলেন, হে দ্বিজ! জানলাম অদ্য নাগরাজ তক্ষক কুরুরাজ পরীক্ষিৎকে দংশন করিবেন, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিব বলিয়া অতি সত্বর তথায় যাইতেছি, আমি সম্মুখে থাকিলে তক্ষক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।" দ্বিজরূপী তক্ষক কহিলেন, 'মহর্ষে আমিই সেই তক্ষক। আমি তাহাকে দংশন করিলে তুমি কিছুই করিতে পারিবে না, বৃথা কেন কর্ম্মভোগ করিবে। তুমি আমার অদ্ভূত বীর্য্য দেখ, এই বলিয়া নাগরাজ পুরোবর্ত্তী এক বট বৃক্ষে দংশন করিলেন। বনস্পতি দংশন মাত্রই ভস্মাবশেষ হইল; মহর্ষিও বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষে! তুমি কি অভিলাষে তথায় গমন করিতেছ, এই বলিয়া তাহাকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কাশ্যপ কহিলেন, আমি ধন লাভের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিতেছি। তক্ষক কহিলেন, রাজার নিকট যত ধনের আকাঙ্ক্ষায় যাইতেছ, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও।'

ত্বদীয় এতাদৃশ প্রমোদকর বাক্য শ্রবণে কাশ্যপ আপনার অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে তক্ষক ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়া স্বীয় দুঃসহবিষবহ্নি দ্বারা প্রাসাদোপবিষ্ট ধার্ম্মিকবর ত্বদীয় পিতাকে ভস্মাবশেষ করিলেন। তৎপরে আপনি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই নিদারুণ বৃত্তান্ত আমরা যেরূপ দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলাম; আপনার পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা সমুচিত হয়, অবিলম্বে সম্পাদন করুন।

রাজা জন্মেজয় কহিলেন, হে অমাত্যগণ! তক্ষক, যে বটবৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল, কাশ্যপ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, এই অদ্ভুত কথা তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? "মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা এই অদ্ভুত কথা যাহার নিকট শুনিয়াছিলাম, শ্রবণ করুন! এক ব্রাহ্মণ শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতে সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। তক্ষকের বিষানলে বৃক্ষের সহিত ঐ ব্রাহ্মণের কলেবর দগ্ধ হয়। কিন্তু কাশ্যপের অলৌকিক মন্ত্রবলে উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করেন। যে দেখিয়াছে ও আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা নিবেদন করিলাম।" তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা জন্মেজয় অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষভরে করে কর পরিপেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অশ্রু, মোচন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে অমাত্যগণ। পিতার পরাভব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহা অবধারণ করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ কর! দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গীকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে। এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন তাহা

পিতা অবশ্যই বাঁচিতেন, কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া নিবৃত্ত করিয়াছে। অতএব আমি, আমার আপনার, তোমাদিগের ও উতঙ্কের সন্তোষের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্য্যাতনে দৃঢ় নিশ্চয় হইলাম।

সর্পযজ্ঞারম্ভের মন্ত্রণা

রাজা জন্মেজয় এই কথা বলিয়া মন্ত্রিগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। পরে স্বীয় পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিকগণকে আহ্বান করিয়া আপন কার্য্যের অনুকূল এই বাক্য বলিলেন, "দুরাত্মা তক্ষক আমার পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি তাহার প্রতীকার করিতে অভিলাষ করি, আপনারা অনুমতি করুন।

হে মহাশয়গণ! আপনাদের এমন কোন কর্ম্ম বিদিত আছে, যদ্দারা আমি সেই দুরাত্মাকে ও তাহার বন্ধু-বান্ধবকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিয়া সবংশে ধ্বংস করিতে পারি, সে যেমন আমার পিতাকে তীব্র বিষাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ আমিও সেই পাপাত্মাকে ভস্মসাৎ করিব।"

ঋত্বিকগণ কহিলেন, "মহারাজ! পুরাণে বর্ণিত আছে দেবতারা তোমার নিমিত্ত সর্পসত্র নামে এক অতি মহৎসত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রণালীও আমাদের বিদিত আছে; অতএব আপনি সর্পসত্র আরম্ভ করুন; তাহাতেই দুরাত্মা তক্ষকের বিনাশ হইবে সন্দেহ নাই।"

রাজর্ষি এইবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বোধ করিলেন যেন তক্ষক প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। পরে মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, "আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আদেশ করুন, কিরূপ যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে হইবে।" তখন বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিকগণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহামূল্য রত্নসমূহে ও প্রভূত

ধনধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিকগণ এইরূপে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করিয়া সেই সত্রে আপনারা ব্রতী হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বেই যজ্ঞ-বিঘ্নকর এক মহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ কালে একজন বাস্তু বিদ্যাবিশারদ পুরাণবেত্তা সূত্রধার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, একজন ব্রাহ্মণ হইতে এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।" রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।

সর্পযজ্ঞ

অনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আবদ্ধ হইল। পুরোহিতগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান ও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বহ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্কে তাঁহাদিগের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সর্পগণের নামোল্লেখ' পূর্ব্বক আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পরে নাগগণ একান্ত ব্যাকুল ও নিতান্ত অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং পরস্পর মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা বেষ্টন করিয়া সকরুণস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল।

শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, মহাকায়, মহাবলপরাক্রান্ত, ছোট, বড়, মধ্যম, সহস্র সহস্র মহাবিষ বহুবিধ বিষধরগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া সেই প্রজ্বলিত হুতবহমুখে পতিত হইতে লাগিল। অসাধারণ

বেদবেত্তা চ্যবণবংশীয় সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব সেই মহাযজ্ঞে হোতা ছিলেন। বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎসউদ্গাতা এবং জৈমিনি ব্রহ্মা ছিলেন। আর পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, আত্রেয় প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাহাতে সদস্য হইয়াছিলেন। ইহারা সকলে সেই সুমহান্ সর্পসত্রে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অতি ভীষণাকার সর্প-সকল প্রজ্জ্বলিত হোমানলে পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদে শত শত কৃত্রিম সরিৎ প্রবাহিত হইল এবং পূতিগন্ধে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনলে পতিত ও পতনোন্মুখ গগনস্থ নাগগণের তুমুল আর্ত্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

নাগেন্দ্র তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সত্রে দীক্ষিত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রালয়ে গমন করিল এবং আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের শরণাগত হইল। দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া তক্ষককে কহিলেন, "নাগেন্দ্র! তুমি ভীত হইও না, আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ব্বেই পিতামহকে প্রসন্ন করিয়াছি। অতএব আর তোমার ভয়ের বিষয় কি? মনোদুঃখ দূর কর।" নাগেন্দ্র এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

বাসুকীর ভগিনীর নিকট গমন

এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মাবশিষ্ট হইতেছে দেখিয়া স্বজন-হিতৈষী বাসুকী বন্ধুবান্ধবগণের বিরহে সাতিশয় কাতর, উদ্ভ্রান্তচিত্ত ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর নাগরাজ পরিবারবর্গের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিয়া নিজ ভগিনীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল শোকানলে দগ্ধ, শরীর অবসন্ন ও দশদিক্ শূন্য বোধ হইতেছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

অধিক কি কহিব, বোধ হয় বুঝি অদ্যই আমাকে সেই প্রদীপ্ত দহনে দেহ সমর্পণ করিতে হইল। রাজা জনমেজয় আমাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিবার জন্য সর্পসত্র আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদিগকেও যমসদনে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভগিনি, আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে জরৎকারু হস্তে প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত, অতএব আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পরিপূর্ণ কর। পূর্ব্বে পিতামহের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, আস্তীক জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ করিবেন। অতএব হে বৎসে! তুমি আমার ও আমার পরিজনবর্গের জীবনরক্ষার্থ আপন পুত্রকে আদেশ কর।

নাগভগিনী জরৎকারু স্বীয় সন্তান আস্তীককে আহ্বান করিয়া বাসুকীর বাক্যানুসারে কহিলেন, 'পুত্র! আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমাকে তোমার পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।' আস্তীক কহিলেন, "মাতঃ! মাতুল কি নিমিত্ত আপনাকে মদীয় পিতার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন? আজ্ঞা করুন জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি।"

তখন বান্ধবহিতৈষিণী নাগভগিনী কহিলেন, "বৎস! শ্রবণ কর, সর্পকুলজননী কদ্রু, সপত্নী বিনতাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন, এই অভিপ্রায়ে আপন পুত্রদিগকে কহিলেন, যে তোমরা সত্বর যাইয়া উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের অঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাক, অশ্বাধিপের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কিন্তু তন্মধ্যে কেহ কেহ মাতৃআজ্ঞায় অসম্মতি প্রকাশ করাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে 'তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, অতএব এই অপরাধে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।" সর্ব্ব লোক পিতামহ ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়া শাপবাক্যে অনুমোদন করিলেন।

নাগরাজ বাসুকী প্রজাপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষমাপ্রার্থনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। দেবগণ আমার ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, 'ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন আজ্ঞা করুন।'

ব্রহ্মা কহিলেন, 'জরৎকারু মুনি জরৎকারু নাম্নী যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে এক সন্তান উৎপন্ন হইবেন, তিনি সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মোচন করিবেন। নাগরাজ বাসুকি এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্পসত্র আরম্ভের কিয়ৎকাল পূর্বে আমাকে তোমার পিতার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, 'হে বৎস! তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অধুনা সেই অভীষ্টসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ্ হইতে মাতুলকুলের পরিত্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর।'

আস্তিক যে আজ্ঞা বলিয়া জননীর আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে বাসুকীকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন, 'হে ভুজঙ্গেশ্বর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার শাপমোচন করিব এবং যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে সর্বতোভাবে যত্ন করিব। আর ভীত বা দুঃখিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। হে মাতুল। আমি অদ্যই সেই দীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া আশীর্বাদ দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিব। এবং যাহাতে যজ্ঞ রহিত হয়, তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বাসুকি কহিলেন, 'বৎস আস্তীক! ব্রহ্মার এই দণ্ডের ভয়ে হতজ্ঞান হইয়াছি, দশদিক শূন্য দেখিতেছি এবং আমার হৃদয় উদঘূর্ণিত হইতেছে।"

তখন আস্তীক কহিলেন, "আপনি সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরাৎ সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব।" আস্তীক এইরূপ আশ্বাস বচনে বাসুকির মনোদুঃখ দূর করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক সর্পগণের পরিত্রাণার্থ রাজা জনমেজয়ের সেই সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন যজ্ঞে উপনীত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন, যজ্ঞভূমি সূর্য্যাকল্প ও অগ্নিকল্প সদস্যগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তপোধন তদ্দর্শনে সেইস্থানে প্রবেশ করিতে বাসনা করিলেন। দ্বারপালগণ প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে তিনি সেই যজ্ঞের নানা প্রকার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক ও সদস্যগণের এবং রাজার ও হোমাগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন।

"আস্তীক কহিলেন, "হে ভরতবংশাবতংস, চন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতি প্রয়াগে যে প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আপনার এই মহাযজ্ঞও তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই সর্পসত্র তত্তুল্য এক অযুত অশ্বমেধের সদৃশ কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক।

যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেবে রাজার যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, আপনার যজ্ঞও তদ্রূপ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি আমার বন্ধুগণের মঙ্গল হউক।

গয়রাজা, শশবিন্দুরাজা, বৈশ্রবণ, মৃগরাজা, আজমীঢ়রাজা এবং রাম রাজা যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞও তৎসদৃশ হইয়াছে। কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল

।

ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির ও আজমীঢ় রাজার যজ্ঞ অতি সুপ্রসিদ্ধ, আপনার এই যজ্ঞ তদপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক।

সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব এক মহাসত্র করিয়াছিলেন, সেই সত্রে তিনি স্বয়ং ঋত্বিকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনার এই সর্পসত্রও তদনুরূপ হইয়াছে, কিন্তু হে পরীক্ষিতাত্মজ! আমি প্রার্থনা করি, আমার বন্ধু-বর্গের মঙ্গল হউক।

আপনার যজ্ঞানুষ্ঠাতা এই সকল সূর্য্যসমতেজাঃ মহর্ষিগণ ইন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তাদিগের সদৃশ ইঁহাদিগের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা অতি দুষ্কর, ইঁহাদিগকে দান করিলে অক্ষয় হয়। আপনার এই ঋত্বিকের কথা অধিক কি বলিব, ব্যাসদেব কহিয়াছেন, ইঁহার সমান লোক ত্রিভুবনে লক্ষ্য হয় না, ইঁহারই শিষ্যোপশিষ্যগণ স্বধর্ম্মে নিরত হইয়া এই ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন, আপনার এই প্রজ্বলিত হোমাগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখা দ্বারা দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনার সমান প্রজা-পালন-কর্ত্তা ভূপাল অতি বিরল। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ভগবান্ বজ্রপাণির ন্যায় এই ভূমণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর আপনার বিষয়-নিস্পৃহতা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি খট্টাঙ্গ, নাভাগ, দীলিপ, যযাতি, মান্ধাতা ও ভীম প্রভৃতি রাজেন্দ্রগণের সদৃশ। মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় নিগূঢ়মহত্ত্ব, বশিষ্ঠের ন্যায় জিত-ক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় প্রভুত্বশালী, নারায়ণের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন, ঔর্ব্ব, ত্রিত দুই ঋষির ন্যায় তেজস্বী, যমের ন্যায় ধর্ম্মনিয়ন্তা; এবং কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত। আপনি যেমন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তদ্রূপ যাগাদি সৎক্রিয়ার পথিপ্রদর্শক। যে সকল সদ্গুণপ্রভাবে লোকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে এবং চিরস্মরণীয় হইতে পারে আপনি সেই সমস্ত গুণ-

রাশিতে বিভূষিত হইয়াছেন। আস্তীক এইরূপ স্তুতিবাদ দ্বারা নৃপতি, ঋত্বিক ও হব্যবাহ সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাদিগের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, "ইনি বালক কিন্তু ইঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতেছি, তাহাতে বালক বলিয়া কোন ক্রমে প্রতীতি হয় না, যাহা হউক আমি ইঁহার অভিলষিত বর দিতে ইচ্ছা করি। হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের কি অনুমতি হয়?" সদস্যগণ কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি সর্ব্ব-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় অতএব তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন তাহাই পাইতে পারেন। রাজা ব্রাহ্মণকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,"মহারাজ! তক্ষক অদ্যাপিও এই যজ্ঞাঙ্গনে উপস্থিত হইল না।" তখন জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষম শত্রু তক্ষক শীঘ্র উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য যত্নবান হউন।" ঋত্বিকগণ কহিলেন, আমরা শাস্ত্রপ্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি যে, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। পৌরাণিক মহাত্মা লোহিতাক্ষ-সূতও এই কথা কহিয়াছিলেন।" রাজা তৎশ্রবণে সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তিনি কহিলেন,"রাজন্! ঋত্বিকেরা যাহা কহিতেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি পুরাণে অবগত হইয়াছি যে, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে, সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় দিয়াছেন যে, "তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে বাস কর, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।" রাজা সূতবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিষণ্ণ

হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন।" হোতা তদনুসারে দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করিলে অমরেন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমর নগরী হইতে যাত্রা করিলেন। চতুর্দ্দিকে দেবতারা স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া দেবরাজের উত্তরীয় বস্ত্রে লুকাইত হইল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন, "যদি ঐ দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট পলায়ন করিয়া লুকাইত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর।" হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবা মাত্র নাগেন্দ্র কম্পিত কলেবর হইয়া ইন্দ্রসমভিব্যাহারে আকাশ পথে উপস্থিত হইল। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের আড়ম্বর দর্শনে ভীত হইয়া, তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিকগণের মন্ত্র প্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল।

ঋত্বিকেরা তক্ষককে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশংবদ হইয়াছে। বোধ হয় ইন্দ্র উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ দেখুন সেই পন্নগেন্দ্র আমাদের মন্ত্র প্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতন প্রায় হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিত কলেবরে স্বর্গ হইতে আকাশ পথে আগমন করিতেছে; অতএব আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে দ্বিজবরকে বর প্রদান করুন। রাজা প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ কুমার! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। প্রার্থিত বিষয় অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না।'

তক্ষক অনলে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আস্তিক কহিলেন, "হে নরেন্দ্র যদ্যপি আমাকে বর প্রদান করেন তবে এই বর দিন যে,

আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা জনমেজয় অনতিহৃষ্ট মনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আপনি সুবর্ণ, রজত, গো প্রভৃতি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন, আমি অবিলম্বে প্রদান করিব, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইতে পারিব না।" আস্তীক কহিলেন "আমি সুবর্ণ, রজত, গো, অশ্বাদির জন্য আপনার নিকট আসি নাই। মাতুলকুলের হিতার্থে আপনার নিকট আসিয়াছি।" তদনন্তর বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছেন অতএব বর প্রদান করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

অধুনা আস্তীকের আর এক অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করুন। দেবরাজ হস্ত হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজ তক্ষক অতিমাত্র ভীত হইয়াও প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতেছে না দেখিয়া রাজা জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! সুত নন্দন! বল দেখি তক্ষক কি নিমিত্ত সেই সকল মনীষী বিপ্রগণের মন্ত্রবলে হোমানলে পতিত হইল না?" উগ্রশ্রবাঃ উত্তর করিলেন, "অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন মহাতেজাঃ মহর্ষি আস্তীক ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট নাগরাজকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই বাক্য বলিয়াছিলেন। তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া অন্তরীক্ষে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

তখন রাজা সদস্যগণের প্রবর্ত্তনা-পরতন্ত্র হইয়া আস্তীককে অভিলষিত বর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক, সর্পকুল নিরাপদ্ হউক, আস্তীক ঋষি প্রসন্ন হউন এবং সুতবাক্য সত্য হউক।" আস্তীককে এই বর দেওয়াতে সমাগত জনগণ মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং যজ্ঞ নিবৃত্ত হইল।

রাজা প্রীতমনে ঋত্বিক ও সদস্যগণকে প্রার্থনাধিক অর্থদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। পূর্ব্বে যে লোহিতাক্ষ সূত "এক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের অন্তরায় স্বরূপ হইবেন" এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, ভূপতি তাঁহাকেও বিপুল ধনদান করিয়া দীক্ষান্তে স্নান করিলেন। পরে অশন বসন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী প্রদান পূর্ব্বক আস্তীককে পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে প্রেরণ কালে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে আপনাকে সদস্য হইতে হইবে। আস্তীক অতি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার করিয়া স্ব-গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রথমে জননী ও মাতুলের সমীপে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সর্পগণ আপনাদের কুশল সংবাদ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া আস্তীককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অদ্য আমাদিগের জীবন দান করিলে, আমরা তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। আস্তীক কহিলেন, আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যে, যে সকল ধর্ম্ম পরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তি সায়াহ্নে বা প্রাতঃকালে অসিত, আর্ত্তিমান ও সুনীথের নাম স্মরণ করিবেন কিংবা (যে আস্তীক মুনি জন্মেজয় সর্পসত্র হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি, হে সর্পগণ! আমাকে হিংসা করিও না, যে সর্প আস্তীকের নাম শুনিয়াও হিংসা করিতে নিবৃত্ত না হইবে, শাল্মলী বৃক্ষের ফলের ন্যায় তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে)।

এই ধর্ম্মাখ্যান যাঁহারা শ্রবণ বা পাঠ করিবেন, আপনারা তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। সর্পেরা প্রসন্ন মনে আস্তীকের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উত্তর করিলেন, হে ভাগিনেয়? আমরা কদাচ

তোমার প্রার্থিত বিষয়ের অন্যথাচরণ করিব না। আস্তীক সমাগত নাগেন্দ্র গণের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতমনে স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্র পৌত্রাদি রাখিয়া লোক যাত্রা সংবরণ করেন। এই পুণ্য বর্দ্ধক আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্প ভয় বিনষ্ট হয়। অন্ত: করণে বিশুদ্ধ সুখের সঞ্চার হয় এবং পবিত্র ধর্ম্ম লাভ হয়।

আস্তীকোপাখ্যান সমাপ্ত।

আদিবংশা লতিকা

ভারতবর্ষের আদি রাজা ভরতের চন্দ্র বংশ হইতে উদ্ভূত কুরুবংশে প্রতিপ জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার তিন পুত্র শান্তনু এবং বাহ্লীক ও দেবাপি। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই বন প্রস্থান করেন। শান্তনু প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন, গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক পুত্র হয়, যাঁহাকে লোকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিত। ভীষ্ম পিতার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতীর সহিত পিতার বিবাহ দিলেন। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র হয়। একজনের নাম বিচিত্র-বীর্য্য অপরের নাম চিত্রাঙ্গদ, চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে মহামতি ভীষ্ম চিরকুমার থাকিয়া রাজ্যলাভে বীতস্পৃহ ছিলেন, সুতরাং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পর রাজ্য প্রাপ্ত হন।

মহাত্মা ভীষ্ম ভ্রাতা বিচিত্র বীর্য্যের বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়া বারাণসী নগরীতে গমন করিলেন, স্বয়ংবর সভা হইতে কাশীপতির তিন কন্যা আনয়ন:করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন, এমন সময়ে

কাশীপতির জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বা কহিলেন, আমি ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।" সুতরাং জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বাকে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত তিনি স্বীয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া রাজ্য পালনে অসমর্থ হওয়ায় পাণ্ডু রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়।

কুরু পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের জন্য গান্ধার রাজকন্যা প্রার্থনায় গান্ধার রাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; গান্ধার রাজসুবল প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরিশেষে সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি ও সদবৃত্ত জামাতা লাভের ইচ্ছায় তাঁহাকেই কন্যাদান করিবেন ইহাতে স্থির নিশ্চয় হইলেন।

যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতা মাতা তাঁহাকে অন্ধ পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা বস্ত্র দ্বারা স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা করিব না। অনন্তর গান্ধার রাজকুমার পিতৃ আদেশে লক্ষ্মীযুক্তা ভগিনী লইয়া হস্তিনাপুরে কৌরব সমীপে উপনীত হইলেন। তৎপরে ভীষ্মের আদেশ তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র হস্তে সম্প্রদান করিলেন। গান্ধারী সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা দ্বারা সকলের সন্তোষ জন্মাইতে লাগিলেন। কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

পরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই রাজকন্যার সহিত পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন। কনিষ্ঠ বিদুরের সহিত মহীপতি দেবকের পরমা সুন্দরী কন্যার বিবাহ দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা

কৌরব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পুত্রেরা পাণ্ডব নামে বিখ্যাত ছিলেন। বিদুর পরম ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর ভক্ত ছিলেন। পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয় বাসনায় ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন এবং কুরুপ্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। অনেক রাজাদের পরাজিত করিয়া কুরুকুলের অক্ষয়-কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। পাণ্ডুর তেজ প্রভাবে ভূপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের মঙ্গলকর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন ;এবং মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রজত, গো, অশ্ব, রথ, হস্তী প্রভৃাত নানাবিধ দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। পাণ্ডু সেই সকল রাজদত্ত উপহার লইয়া পরমাহ্লাদে হস্তিনাপুরে গমন করিয়াস্ববাহুবল অর্জ্জিত ধন দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদায় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সঙ্গে বনপ্রস্থান করিলেন, তথায় সর্ব্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখনও হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখনও গিরিপৃষ্ঠে কখনও বা মহাশালবনে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। সেই স্থানে পাণ্ডুর পাঁচপুত্র হইল। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

রাজা পাণ্ডু হিমালয়ে দৈব নিবন্ধ ক্রমে কলেবর পরিত্যাগ করিলে দেবতুল্য মহর্ষিগণ কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চবালককে লইয়া হস্তীনাপুরে

উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মান্যবরগণ! রাজর্ষি পাণ্ডু শত শৃঙ্গ পর্ব্বতে অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাদিগের প্রেত ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর। এই কথা বলিয়া তাপসগণ অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পাণ্ডুরও মাদ্রীর সমুদায় প্রেত কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও। মহারাজ পাণ্ডুর জন্য আর শোক করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ তিনি মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, কুন্তী ও বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বেদবিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে অনেক রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রাম সকল প্রদান করিলেন। পৌরবর্গ ও জানপদগণ পরলোক গত রাজর্ষি পাণ্ডুকে স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব পৈত্রিক ভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজ ভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কার সকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরম সুখে ক্রীড়া করিতেন। সমস্ত বাল্য ক্রীড়াতেই তাহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। ভীমসেন যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। এইরূপে বৃকোদর সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে জয়ী হওয়াতে। বাল্যকালাবধি তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত একজন বুদ্ধিমান্ নানাশাস্ত্র সম্পন্ন দেবতুল্য অধ্যাপকের হস্তে পৌত্র দিগকে সমর্পণ করিবার মানসে বেদবেত্তা ধীমান্ ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোনাচার্য্যকে

স্বভবনে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন এবং শিক্ষা প্রদানার্থ পৌত্র দিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সাতিশয় আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারগণকে সাতিশয় যত্ন ও দৃঢ়তর মনোযোগ সহকারে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ছাত্রেরা সকলেই বুদ্ধিমান্, অচিরকাল মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও অপরিমিত তেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, যুদ্ধ বিদ্যায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না। ভীম অত্যন্ত বলশালী ও গদাযুদ্ধে অপরাজিত ছিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধ বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নকুল অশ্ব-বিদ্যায়, সহদেব জ্যোতি বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পাণ্ডবদের হইতে যুদ্ধ বিদ্যায় ন্যূন ছিলেন।

যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহাতে দুর্য্যোধন অতিশয় অসন্তোষ হন। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু পুত্রগণকে কহিলেন, বারণাবত নগর অতি মহৎ ও পরম রমণীয়, তাহাতে ভগবান ভূত ভাবন ভবানীপতি সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন, তোমরা তোমাদের মাতৃদেবার সহিত তথায় গিয়া কিছুদিন আনন্দে বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই হস্তিনা নগরে প্রত্যাগমন করিও।

ধীমান্ যুধিষ্ঠির, ধৃতরা[illegible] বাক্য শ্রবণে তাঁহার দুষ্টাভিপ্রায় সকলি বুঝিলেন, কিন্তু কি করিবেন, আপনাকে অসহায় ভাবিয়া অগত্যা তাঁহার আদেশ পালনে অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, আচার্য্যদ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, যশস্বিনী গান্ধারী, মাননীয় অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণবর্গ, পুরোহিত ও পৌরবর্গ সকলের নিকট গমন করিয়া দীন ভাবে কহিতে লাগিলেন, আমরা সকলে পূজ্যপাদ

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ জনাকীর্ণ ও পরম রমণীয় বারণাবত নগরে চলিলাম, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের আশীর্ব্বাদের প্রভাবে কদাচ কোন অমঙ্গল আমাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন বদনে কহিলেন, হে পাণ্ডু নন্দন! তোমাদের মঙ্গল হউক, পথে কোন হিংস্র প্রাণী হইতে তোমাদের কোন অমঙ্গল না ঘটে। পাণ্ডু পুত্রেরা গুরুজনের এইরূপ আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট হইয়া বারণাবত নগরে প্রস্থান করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিলেন, ইহাতেও দুর্যোধন শান্ত হইলেন না। আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবার জন্য পুরোচন নামে সচিবকে আদেশ করিলেন। ভগবানের দয়ায় তাঁহারা রক্ষা পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে পথে ভীমসেন হিড়িম্বা নাম্নী রাক্ষসীকে বিবাহ করেন এবং তাহার গর্ভে ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র সন্তান হয়। পরে পাণ্ডবেরা ব্রহ্মচারি বেশে একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আবাসে উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশ করিয়া কিছুকাল অতিক্রম করেন। একদা মহাবল ভীমসেন স্বীয় বাহুবলে ক্ষুধার্ত্ত বক নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া একচক্রা নগরের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ মুখে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাঞ্চাল দেশে আগমন পূর্ব্বক সমাগত সমস্ত মহীপাল লক্ষ্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইলে, অর্জ্জুন বিপ্রমণ্ডলী মধ্য হইতে উঠিয়া সমস্ত রাজগণ সমক্ষে লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করেন। তাহাতে অন্যান্য রাজগণের সহিত যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সমুদয় রাজাকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া ভার্গবের গৃহে মায়ের নিকট উপস্থিত হন; অনেক রাত্রি হওয়াতে মা ছেলেদের ভাবনায় অস্থির ছিলেন। মাকে কহিলেন, "মা! আজ উত্তম জিনিস এনেছি, মা বলিলেন, "যাহা আনিয়াছ পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করে খাও।"

দৈবের জন্য এরূপ ঘটনা হওয়ায় মায়ের আদেশে পাঁচ ভাইতে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন।

পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন ও দ্রুপদ নন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছেন এই সংবাদ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট শ্রবণ করিয়া, নানবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া দ্রুপদকুমারী ও পাণ্ডবদের আনিবার জন্য বিদুরকে আদেশ করিলেন। বিদুর তাঁহাদের মিথিলা হইতে হস্তিনায় লইয়া আসিলেন। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম ও অন্যান্য গুরুজনদের পাদ বন্দন করিলেন। পৌরজন তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু নন্দনগণ বিশ্রাম লাভ করিলে পর, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কহিলেন, তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর। পাণ্ডবগণ তাঁহার আদেশে বহুমূল্য রত্নরাশি গ্রহণ করিয়া বন্যপ্রদেশ খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। অগ্নি দিয়া বন ভস্মীভূত করিয়া পরম রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে বাহুবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া একবৎসর তথায় অবস্থিতি করেন। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ এইরূপে শত্রু দমন করিয়া ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিতে লাগিলেন। মহাযশা ভীমসেন পূর্ব্বদিক্‌, অর্জ্জুন উত্তরদিক্‌, নকুল পশ্চিম দিক্‌ ও সহদেব দক্ষিণদিক্‌ জয় করিয়া এই সসাগরা ধরণী মণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন।

একদা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিশেষ কারণ বশতঃ প্রাণ হইতে প্রিয়তর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে বনে যাইতে কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ত্বদীয় আদেশ ক্রমে বনে প্রবেশ করিয়া ত্রয়োদশমাস তথায় বাস করিলেন। পরে এক দিবস দ্বারাবতী নগরে গমন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। পরে বাসুদেব সমভি-

ব্যাহারে অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করেন, অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে গাণ্ডীবধনুঃ অক্ষয় তূনীর ও কপিধ্বজ রথ প্রদান এবং খাণ্ডবাগ্নি হইতে ময়দানবকে মোচন করিয়া দিলেন। ময়দানব তাঁহার প্রসাদে পরিত্রাণ পাইয়া নানাবিধ মণিকাঞ্চন মণ্ডিত ও পরমরমণীয় এক সভা মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মনন করিয়া যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই যজ্ঞে নানাদেশ হইতে রাজগণ নিমন্ত্রিত হইলেন, দুর্যোধনাদি হস্তিনাপুর হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞে সর্ব্বপ্রধান হইয়া অর্ঘ্য দ্বারা পূজিত হইলেন। অভিষেক দিবসে সমুদয় গৃহ অতি মনোহর শোভায় সুসজ্জিত হইয়াছিল, রাজগণ তথায় প্রবেশ মাত্র গতক্লম হইয়া সভার পরম রমণীয় শোভা এবং সদস্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষি সমূহে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে লাগিলেন, মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ সু-সম্পন্ন হইল। বাসুদেব দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের রাজশ্রী দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন হিংসায় অভিভূত হইলেন, অল্পদিন পরেই মাতুল শকুনির পরামর্শে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন হইল, শকুনি কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিয়া পাণ্ডবদের রাজ্যধন এবং দ্রোপদী পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। দ্রোপদী দুর্য্যোধনের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া রাজসভায় আনিলেন এবং বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে দ্রোপদী এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; হে গোবিন্দ! হে দ্বারাকাবাসিন্‌কৃষ্ণ! হে গোপীজন বল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, আপনি কি তাহার কিছুই জানিতেছেন না? হে নাথ! হা রমানাথ। হা ব্রজনাথ। হা

দুঃখ নাশন। আমি কৌরব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন। হা কৃষ্ণ। হা মহাযোগিন্। বিশ্বাত্মন্। বিশ্ব ভাবন। আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি, হে গোবিন্দ। এই বিপন্নজনকে পরিত্রাণ কর। সেই দুঃখিনী দ্রৌপদী এইরূপে ভুবনেশ্বর কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অবগুণ্ঠিত মুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। করুণাময় কেশব যাজ্ঞসেনীর বাক্য শ্রবণে শয্যাসন এবং প্রাণ প্রিয়তমা কমলাকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাত্মা ধর্ম্ম অন্তরিত হইয়া নানাবিধ বস্ত্রে দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবসনা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বস্ত্র যত আকর্ষণ করে, ততই অনেক প্রকার বস্ত্রে প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। ধর্ম্ম প্রভাবে নানারাগরঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনকে ভৎসর্না করত দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র গোলযোগ দেখিয়া দ্যূতলব্ধ সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে দুর্য্যোধন পুনরায় অসন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবদের ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় পাশা খেলায় পণ স্থির হইল দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস। এবারও খেলিতে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া ক্রীড়ার পণানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ ও পত্নীসহ হস্তিনাপুর হইতে বনে প্রস্থান করিলেন।

বনে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া, অজ্ঞাত বাসের সময় তাঁহারা পতিপরায়ণা পাঞ্চালী সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে বিরাট্ রাজভবনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া এক বৎসর কাল যাপন করিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হইলে

পাণ্ডবেরা নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বকীয় ধন সম্পত্তি প্রার্থনা করিলেন তাহা না পাওয়াতেই তাঁহাদিগের ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। পরিশেষে যুদ্ধে দুর্য্যোধনের প্রাণ সংহার করিয়া পুনর্ব্বার আপন রাজ্য সম্পত্তি সমুদায় আধিকার করেন। এই আত্ম বিচ্ছেদ ও সংগ্রামে পাণ্ডবরা সাতজন কৌরবরা তিনজন জীবিত থাকেন।

আদি বংশলতিকা সমাপ্ত

শকুন্তলোপাখ্যান

পূর্ব্বকালে পুরুবংশের আদি পুরুষ দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার প্রধান চারিখণ্ডে এবং নানাবিধ দ্বীপ ও উপদ্বীপে একাধিপত্য করিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসন সময়ে সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কি চৌর্য্যভয়। কি ক্ষুধাভয়, কি ব্যাধিভয়, কিছুই তৎকালে ছিল না। তৎকালীন সমস্ত লোকই সেই মহীপালকে আশ্রয় করিয়া অকুতোভয় ও অনন্য কর্ম্মা হইয়া কেবল স্বধর্ম্মে ও দৈবকর্ম্মে তৎপর থাকিত। তাঁহার অধিকার সময়ে ঘনাবলী যথাকালে বারিবর্ষণ করিত। শস্যসকল অতি সুরস হইত এবং পৃথিবী নানাবিধ রত্নেও পশুযূথে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন রাজার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ছিল। সেই সর্ব্বলোক সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে ভাস্করতুল্য, গাম্ভীর্য্য সাগর তুল্য ও

সহিষ্ণুতায় ধরাতুল্য ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরতা দ্বারা সকল লোকের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন।

একদা সেই মহাবাহু রাজা দুষ্মন্ত অস্ত্রধারী সেনাগণে বেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ সেই নারায়ণ তুল্য পরাক্রমশালী দুষ্মন্তকে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পরে রাজা সুবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া গহন বন মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন; ঐ অরণ্য বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির প্রভৃতি নানা বৃক্ষে সমাকীর্ণ, পর্ব্বত ভ্রষ্ট অনল্প পাষাণখণ্ডে ব্যাপ্ত এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বহুবিধ হিংস্র জন্তু দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে। ঐ বন বহু যোজন বিস্তৃত কিন্তু উহার কোন স্থানেই জল নাই এবং মনুষ্যের সমাগম নাই। মহারাজ দুষ্মন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ মৃগবধ দ্বারা সেই বনকে আলোড়িত করিলেন। দূরস্থ মৃগগণকে বাণ দ্বারা এবং সমীপস্থদিগকে খড়্গ দ্বারা বিনাশ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র মৃগের প্রাণবধ করিয়া অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণ ক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক বৃহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রম সমাকীর্ণ অন্য এক পরম রমণীয় মহারণ্যে প্রবৃষ্ট হইলেন। ঐ বন সুপুষ্পিত পাদপ-সমূহে সমাকীর্ণ। রাজা। কুসুমিত লতামণ্ডপে সমাকীর্ণ তত্রত্য পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও দেখিলেন, পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ সমূহের শাখা সকল পরস্পর

সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের শোভা সম্পাদন করিতেছে; সিদ্ধ,চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ, মত্ত বানরযূথ, কিন্নরসমূহ তথায় নিরন্তর বাস করিতেছে এবং পুষ্পরেণুবাহী সুখস্পর্শ গন্ধবহ সর্ব্বদা বহিতেছে। এইরূপে রাজা সেই পরম রমণীয় নদী বনের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তন্মধ্যে এক শান্ত রসাস্পদ আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমটী নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আবহনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে, বালিখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; এবং পুষ্প সংস্তরণ যুক্ত অগ্নিগৃহ সকল শোভা পাইতেছে। ঐ আশ্রমের সমীপে হংস, বক, চক্রবাক, প্রভৃতি বহুবিধ জলচর পক্ষিগণ সঙ্কীর্ণা মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ ও শান্তিগুণাবলম্বী। তদ্দর্শনে রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত অমরলোক সদৃশ সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী সর্ব্বজীব জননী তুল্যা, পুণ্যতোয়া সেই মালিনী নদীর শোভা অবলোকন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা সৈন্যগণকে বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে; মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছ বহির্গত হও। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ মাত্র তাপসী বেশ ধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য অর্ঘ, আসন দ্বারা যথোচিত আতিথ্য বিধান পূর্ব্বক স্বাগত প্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! এস্থানে কি উদ্দেশে আপনার আগমন হইয়াছে? রাজা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণান্তর তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মহর্ষি কণ্বের উপাসনা করিতে এস্থানে আসিয়াছি; মহর্ষি

কোথায়? কন্যা কহিলেন, মহারাজ! পিতা ফল আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন, আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করিলেই, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

রাজা কন্যার রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কাহার কন্যা ও কি কারণে এই মহারণ্যে আসিয়াছ? রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যাকহিলেন, আমি ধৃতিমান ধর্মজ্ঞ, মহাত্মা কণ্ব তপোধনের কন্যা; আমার নাম শকুন্তলা। রাজা কহিলেন, হে বর-বর্ণিনি সর্ব্বলোক পূজিত ভগবান কণ্ব উর্দ্ধরেতাঃ; ধর্ম্ম ও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, উর্দ্ধরেতা তপস্বীরা কখনই বিচলিত হয়েন না, তবে কিরূপে তাঁহার দুহিতা হইলে? আমার এবিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দাও।

শকুন্তলা কহিলেন, আমি পিতা কণ্বের নিকট শুনিয়াছি, আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা, অপ্সরা মেনকা আমার মাতা, মেনকা হিমালয়ের প্রস্থে আমাকে প্রসব করিয়া মালিনী নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজ সভায় প্রস্থান করে। পক্ষিগণ আমাকে ডানা দিয়া আবৃত করিয়া রক্ষা করে। মহর্ষি কণ্ব মালিনী নদীতে স্নান করিতে যাইয়া আমাকে অসহায় দেখিয়া করুণার উদয় হওয়াতে তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন। শকুন্ত পক্ষি কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে শকুন্তলা নাম হইয়াছে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে কথিত আছে শরীরদাতার ন্যায় প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকেও পিতা বলা যায়। এই নিমিত্ত আমি ভগবান্ কণ্বের কন্যা হইয়াছি।

হে নরনাথ! আপনিও আমাকে এইরূপে মহর্ষি কণ্বের দুহিতা বলিয়া জানুন। আমি স্বীয় পিতাকে জানিনা ভগবান্ কণ্বকেই পিতা

বলিয়া জানি। আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে আমার জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করিলাম।

দুষ্মন্ত কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, তুমি রাজপুত্রী; অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইতে পার, এক্ষণে বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। হে সুন্দরী! আমি তোমার নিমিত্ত স্বর্ণমালা, বস্ত্র, সুবর্ণ কুণ্ডল ও নানা দেশোদ্ভব বিচিত্র মণি রত্নাদি আহরণ করিব এবং অদ্যাবধি আমার এই সাম্রাজ্য তোমার হস্তগত হইবে; তুমি আমাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারে বিবাহ কর। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! আমার পিতা ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন, আপনি অপেক্ষা করুন, তিনি আসিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, হে সুন্দরী তোমার রূপ লাবণ্য দেখিয়া আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি আমার মন অন্যান্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমারই লাবণ্য সলিলে মগ্ন হইয়াছে; আর তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার আপন শরীরে উপর সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আছে, অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্ম সমর্পণ কর।

শকুন্তলা কহিলেন, হে পৌরব শ্রেষ্ঠ আপনি যাহা কহিলেন, ইহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং আমার যদি আত্মসমর্পণে প্রভুতা থাকে, তবে আমি প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, যিনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি আপনি বিদ্যমানে যুবরাজও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবেন। যদ্যপি আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সেই বাক্যে কিঞ্চিৎমাত্রও বিবেচনা না করিয়া তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। এবং কহিলেন, আমি যথার্থ কহিতেছি তোমাকে

স্বীয় নগরে লইয়া যাইব। এই বলিয়া গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলার পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুকাল আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিয়া এবং তোমাকে অচিরাৎ লইয়া যাইবার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিব" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাজা গমন মার্গে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মহাতপাঃ ভগবান্ কণ্ব এই ব্যাপার জানিতে পারিলে না জানি ক্রোধভরে আমার কি সর্ব্বনাশ করিবেন, তিনি এইরূপ নানা প্রকার কল্পনা করিতে করিতে আপন নগরে প্রবেশ করিলেন ও কিছুদিন পরে মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপ প্রভাবে শকুন্তলাকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

এদিকে মহর্ষি কণ্ব স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন, শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে পারিলেন না; তখন মহর্ষি দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কহিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত। সকামাস্ত্রীর সকাম পুরুষের নির্জ্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কহে। হে বৎসে! রাজা দুষ্মন্ত মহাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা। তুমি সেই মহাত্মাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। তোমার গর্ভে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র সসাগরাধরার একাধিপতি হইয়া অপ্রতিহত রূপে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে। মুনিবর শকুন্তলার লজ্জাপনোদন পূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে ফলভার নামাইয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। এবং বিশ্রামার্থ সুখাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত, আমি মহারাজ দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছি, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার নিমিত্ত রাজার উপর প্রসন্ন আছি। এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় কহিলেন, হে পিতঃ যদি প্রসন্ন হইয়া

থাকেন তবে এই বর দিন যে, পুরুষবংশীয়েরা যেন কখনও রাজ্যচ্যুত বা অধর্ম্মপরায়ণ না হন। মহর্ষি কণ্ব তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

পরে বর বর্ণিনী শকুন্তলা যথাকালে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নিসম তেজস্বী অলৌকিক্ রূপগুণ সম্পন্ন এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। মহাত্মা কণ্ব বেদ বিধানানুসারে তাহার জাত কর্ম্ম ও অন্ন-প্রাশনাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শকুন্তলা পুত্র মুনির আশ্রমে দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, হস্তী প্রভৃতি বন্য শ্বাপদ-গণকে আশ্রম সমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিতেন। তদ্দর্শনে কণ্বাশ্রমবাসী তাপসগণ সর্ব্বদমন বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তাঁহার এক নাম সর্ব্বদমন হইল। মহর্ষি কণ্ব বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কর্ম্ম দর্শনে শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে শকুন্তলা! তোমার পুত্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে হইবে। অতঃপর তোমার এস্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। পরে মুনিবর স্বীয় শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পুত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে লইয়া যাও; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাস করা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

শিষ্যগণ যে আজ্ঞা বলিয়া ঋষি বাক্য শীকার পূর্ব্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনানগরে গমন করিলেন। শকুন্তলা দেবকুমার তুল্য আপন কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্মন্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কণ্ব শিষ্যগণ রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ বিধান পূর্ব্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহারা আশ্রমে প্রস্থান করিলে শকুন্তলা কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই পুত্র আপনার, আপনি কণ্ব মুনির

আশ্রমে আমাকে বিবাহ করেন। পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মদ্‌গর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে এই পুত্রের যৌবরাজ্য প্রাপ্তির সময় উপস্থিত; অতএব আপনি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক ইহাকে যুবরাজ করুন।

রাজা শকুন্তলার বাক্য শ্রবণে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাপসি তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তোমার সহিত যে, কখনও সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহাও স্মরণ হয় না। কিম্বা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ হইতেছে না; অতএব হে দুষ্টা তাপসি! তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও, যাহা ইচ্ছা হয় কর। শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাত সদৃশ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও দুঃখে স্তম্ভিত প্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। পরে ক্রোধ সংবরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সেভাব অপ্রকাশিত রহিল না। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষ কষায়িত নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন ইতর লোকের ন্যায় অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিতেছ "আমি কিছুই জানি না।" আমি যাহা কহিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা তদ্বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই সাক্ষী। তুমি স্বয়ংই সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি মনে একপ্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করা হয়। তুমি মনে করিতেছ একাকী কর্ম্ম করিয়াছি, অন্য কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জান না যে মহর্ষি কণ্ব অন্তর্য্যামী? তিনি স্বীয় যোগবলে পাপপুণ্য সমুদায় জানিতে পারেন, তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে

না। লোকে পাপকর্ম্ম করিয়া মনে করে আমার দুষ্কর্ম্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্য্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। আর সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, পৃথিবী, জল, মনঃ দিবা, রাত্রি, প্রাতঃকাল, সায়ংকাল এবং ধর্ম্ম ইঁহারা মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারেন।

পাপ পুণ্যের সাক্ষীরূপে হৃদয়স্থিত আত্মা সন্তুষ্ট থাকিলে বৈবস্বত যম স্বয়ং মনুষ্যের পাপ নাশ করেন। আর যে দুরাত্মার আত্মা সন্তুষ্ট নহে, যম সেই দুরাচারের পাপ বৃদ্ধি করেন।

যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্য বিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে দেবতারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন না।

আমি পতিব্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরনীয়া ভার্য্যা তুমি, কি নিমিত্ত এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? তুমি আমার এই সকল সকরুণ বাক্য কি কিছুই শুনিতেছ না, আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? পৌরাণিকেরা কহেন, "পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।" পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামহগণকে উদ্ধার করে। এবং পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করে। গৃহকর্ম্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই ক্রিয়াশালী হয়, ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়; ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সুখী; বিশ্বাস-ভাজন ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হন। প্রিয়ংবদাভার্য্যা অসহায়ের সহায়, ধর্ম্ম কার্য্যে পিতা; আর্ত্তব্যক্তির জননী স্বরূপা এবং পথিকের বিশ্রাম স্থান স্বরূপা। হে মহারাজ! যেহেতু পতি ভার্য্যাকে ইহলোকে ও

পরলোকে সহায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই নিমিত্তই লোকে পাণিগ্রহণে অভিলাষ করেন। মনুষ্য শারীরিক মানসিক পীড়া দ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অবলোকন করিলে সুশীতল জলে প্রগাঢ়-আতপ-তাপিত ব্যক্তির ন্যায় সর্ব্বদুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করে। ভার্য্যা কর্ত্তৃক সাতিশয় ভৎসিত হইলেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য্যকরা কদাপি বিধেয় নহে; কারণ ধর্ম্ম, অর্থ, প্রেম ভার্য্যার আয়ত্ত, স্ত্রীলোক আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করিয়া ধূলিধূসরিত হয়, এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে; এই অসার সংসারে ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি আছে? স্বয়ং আগত এই প্রাণসম পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ? হে অরিকুল-কালান্তক! তিন বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদয় সংকার সম্পাদন করিয়াছেন! কুমারের জাতকর্ম্মকালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, বোধ হয় তুমিও তাহা কোন্ না জান। "হে পুত্র তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ, এবং তুমি আমার পুত্রনাম ধারী আত্মা, অতএব তুমি শত বৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন, আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন, অতএব তুমি সুখী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাক।" হে রাজন! এই পুত্র তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন অতএব নির্ম্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় পুত্র মুখ নিরীক্ষণ কর।

দুষ্মন্ত কহিলেন, "শকুন্তলে! তোমার কথা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না, স্ত্রীলোকেরা প্রায় মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে; বোধ হয় তুমিও মিথ্যা কথা কহিতেছ, কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে? কুলটা মেনকা তোমার জননী তাহার মত নির্দ্দয় লোক জগতে নাই, সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্ম্মাল্যের ন্যায় হিমালয়ের প্রস্থে পরিত্যাগ

করিয়াছিল। আর তোমার পিতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়। ভাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষি গণের অগ্রগণ্য তবে তুমি তাঁহাদিগের কন্যা হইয়া কি নিমিত্ত মিথ্যা বাক্য কহিতেছ ; আমি তোমাকে চিনিওনা, অতএব তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও।

শকুন্তলা কহিলেন, "মহারাজ! সর্ষপ প্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপ্রমান আত্মদোষ দেখিতে পাওনা! মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরনীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে উভয় স্থলেই ভ্রমণ করিতে পারি; আমার এমন প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি।

১০। যে অধিক বাক্য ব্যয় করে লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল কহে।

১১। পণ্ডিত ব্যক্তিরা লোকের শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা হইতে শুভই গ্রহণ করেন। সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভ পরিত্যাগ করিয়া অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে।

১২। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়।

১৩। সাধুব্যক্তিরা মান্য লোকদের সংবর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করেন।

হে ধরাপতে! আত্মকৃত সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। হে নরেন্দ্র! কপটতা পরিত্যাগ কর। শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা সত্য প্রতিপালন

শ্রেষ্ঠ; এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে এক সত্য রাখিয়া তুলা করিলে সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়।

হে মহারাজ! সমুদায় বেদ অধ্যয়নও সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে সত্যের সমান হয় কিনা সন্দেহ।

১৪। যেমন সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই তদ্রূপ মিথ্যার সমান অপকৃষ্ট ওআর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম, সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। আর কদাচ তোমার সহিত আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত! তোমার অবিদ্যমানে এই পুত্র সসাগরা বসুন্ধরা অবশ্যই প্রতিপালন করিবে সন্দেহ নাই। শকুন্তলা রাজাকে এই কথা কহিয়া নিরস্ত হইবামাত্র ঋত্বিক, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই আকাশবাণী হইল—“মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ, পিতাই পুত্র; পুত্র জনয়িতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, অতএব দুষ্মন্ত! তুমি আপনার পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। শকুন্তলার গর্ভজাত এই পুত্র ভরত নামে বিখ্যাত হইবেন।”

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে কহিলেন, “আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন; এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে শকুন্তলা ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন এবং বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। রাজা, ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, ও পুত্রের নাম ভরত রাখিলেন। সেই ভরত হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও ভারত নামক সুবিখ্যাত কুল প্রতিষ্ঠিত (সমুৎপন্ন)

হইয়াছে। শকুন্তলা তনয় ভরত হইতে ভরত বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

শকুন্তলোপাখ্যান সম্পূর্ণ।

রাজা নহুষ-নন্দন।

সত্য বিক্রম যযাতি সম্রাট্ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মতঃ রাজ্যশাসন এবং প্রজাবর্গের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই পত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামক দুই পুত্রের জন্ম হইল। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ যযাতি বহুকাল প্রজাপালন করিয়া শেষে শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। তখন তিনি জরার প্রভাবে ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া পুত্রগণকে কহিলেন, "তোমরা কেহ আমার জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে তোমাদের যৌবন প্রদান কর? (শুক্রাচার্য্যকে যযাতি বিস্তর স্তবস্তুতি করায় তিনি জরা অন্য শরীরে সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে অর্পণ করেন) তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি পুত্রচারিজন তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, পরিশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু কহিলেন,"মহারাজ! আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করিয়া অভিলাষানুরূপ বিষয় ভোগ করুন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করিব।" পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্র শরীরে স্বকীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন এবং পুরু জরাগ্রস্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। শার্দ্দূলসম পরাক্রান্ত রাজা যযাতি, সহস্র বৎসর নানা প্রকার সুখ ভোগ

করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না, অবশেষে মনোমধ্যে এই কথা উদিত হইল ; কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের উপশম হওয়া দূরে থাকুক্ প্রত্যুত: ঘৃত-সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যদি একজনে এই রত্নগর্ভা পৃথিবীর সমুদায় হিরণ্য ও সমুদায় সুখ ভোগ করে, তথাপি তাহার তৃপ্তি লাভ হওয়া দুর্ঘট ; অতএব শান্তিপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়:কল্প।

মহারাজ যযাতি বৈরাগ্যের সারত্ব ও কামের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন ও তদীয় যৌবন তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়া পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং কহিলেন, বৎস তুমি যথার্থ পুত্রকার্য্য করিয়াছ ; তোমার দ্বারা আমার বংশ রক্ষা হইবে, তোমার বংশ পৌরব বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।" পরে অনশন-ব্রত অবলম্বন করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

১৫। লোক যখন কামনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা না করে তখন ব্রহ্মতুল্য হয়।

১৬। আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে মনুষ্য সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

১৭। পরব্রহ্মই সাধুদিগের বল।

১৮। যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, এই বিশ্ব তাঁহারই আয়ত্ত।

১৯। সদাচারই ধর্ম্ম, ধন, ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির এবং অশুভ লক্ষণ বিনাশের প্রধান কারণ।

২০। যে সকল লোকেরা আচার ব্যবহার ও কৌলীন্য লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না।

২১। যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায় ধনীগণের উপাসনা করে বোধ হয় তদপেক্ষা তাহার মৃত্যু হওয়াই উত্তম।

২২। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণিগ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

২৩। প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

২৪। অর্থহীন ব্যক্তির নিকট প্রচুর অর্থ লওয়া অনার্য্য।

২৫। লোকের মর্ম্মপীড়ক নৃশংসবাদী হওয়া অত্যন্ত অবিধেয়। যে কথায় লোকে উদ্বিগ্ন হয়, এমন কথা উচ্চারণ করা অনুচিত।

২৬। যে ব্যক্তি লোকের মর্ম্মপীড়ক, পুরুষভাষী ও বাক্যরূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাঁহাকে অলক্ষীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষীক চিহ্ন সকল সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

২৭। জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুর বাক্য প্রয়োগ, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না; অতএব সর্ব্বদা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কদাচ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিও না।

ইন্দ্র কহিলেন, 'হে নহুষ-নন্দন! তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রবেশ করিয়াছিলে, অতএব জিজ্ঞাসা করি, তুমি কাহার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলে?' যযাতি কহিলেন, "দেবরাজ! দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের মধ্যে কেহই আমার তুল্য তপোনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হয় নাই।" তখন ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! যেহেতু অন্যের তপঃপ্রভাব না জানিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট ও সমকক্ষ লোকের অপমাননা করিলে তন্নিমিত্ত তুমি অদ্যই ক্ষীণপুণ্য হইয়া দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ! দেবর্ষি, গন্ধর্ব্বও নরলোকের অপমাননা করিয়া যদি দেবলোক ভ্রষ্ট হইতে হইল, তবে যাহাতে সাধুসন্নিধানে পতিত হই এইরূপ অনুগ্রহ করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ! তুমি সাধু সন্নিধানেই পতিত হইয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে, কিন্তু সাবধান যেন এইরূপ আর কাহারও অপমাননা করিও না।' মহারাজ যযাতি মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিস্তেজঃ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ যযাতি কম্পিতমনাঃ আসনভ্রষ্ট ও স্বস্থান হইতে স্খলিত হইলেন।

ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত স্বর্গমধ্যে যে সকল দূত নিযুক্ত আছে; ঐ সময় তাহাদের মধ্যে একজন সুররাজের আদেশানুসারে যযাতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! তুমি অতিশয় গর্ব্বিত, সকলেরই অপমাননা করিয়া থাক; সেই কারণে তোমার স্বর্গভোগ বিনষ্ট হইয়াছে; তুমি শীঘ্র স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হও।"

রাজা যযাতি কহিলেন, "আমি যেন সাধুগণের মধ্যে পতিত হই' এই কথা তিনবার বলিয়া আপনার গতি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় নৈমিষারণ্যে প্রতর্দ্দন, বসুমনাঃ, শিবি ও অষ্টক এই চারিজন প্রধান ভূপতিকে দেখিলেন। ঐ ভূপতি চারিজন বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুররাজের প্রীতি সাধন করিতে'ছলেন। যজ্ঞধূম স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া ধূমময়ী নদীর ন্যায়, স্বর্গ হইতে ভূতলে নিপতিত মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহারাজ নহুষ-নন্দন সেই পবিত্র যজ্ঞ ধূম আঘ্রাণ ও অবলম্বন করিয়া ঐ ভূপতি চতুষ্টয়ের মধ্যে পতিত হইলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ ভূপতিচতুষ্টয় যযাতিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! আপনি কে? কাহার বন্ধু? আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; এখানে আগমনের কারণ কি? হে দেবরাজকল্প! সাধু লোকেরা সতত সাধুলোকদিগের আশ্রয়, তুমি সাধু-সন্নিধানে আসিয়াছ আর ভয় কি?" যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র ও

পুরুর পিতা, আমার নাম যযাতি। আমি ইন্দ্র সন্নিধানে আত্মপ্রশংসা করিয়াছিলাম বলিয়া ক্ষীণপুণ্য ও দেবলোক হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছি। আমি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক, এই নিমিত্ত তোমাদিগকে অভিবাদন করি নাই; কারণ যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও জন্ম দ্বারা প্রধান হয়েন, তিনি পূজনীয়।" অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! তুমি কহিতেছ যে, যিনি বয়োবৃদ্ধ, তিনি সকলের প্রধান পূজ্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যিনি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা সকলের প্রধান হয়েন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়।" যযাতিকহিলেন, "সৎকর্ম্মের যাহা প্রতিকূল তাহাই পাপ; পাপাসক্ত হইলেই নিরয়গামী হইতে হয়; সাধু পুরুষেরা কদাচ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান বা আনুকূল্য করেন না। আমার বিস্তর অর্থ ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আমি এক্ষণে অনুসন্ধান করিলেও তাহা আর পাইব না, এইরূপ অবধারণ করিয়া যিনি আপনার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই যথার্থ সাধু। ধীমান ব্যক্তিগণ দুঃখে সন্তপ্ত বা হর্ষে উন্মত্ত হয়েন না, তাঁহারা সুখ ও দুঃখ সমজ্ঞান করেন, যেহেতু সুখদুঃখ দৈবায়ত্ত উহাতে প্রসন্ন বা বিষন্ন হইবে না। হে অষ্টক বিধাতাযেরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আমি সুখ দুঃখের অনিত্যতা বুঝিয়াছি, অতএব আর কি বলিয়া সন্তপ্ত হইব? কি করিব, কি করিলেই বা সন্তপ্ত না হই, এইরূপ নানাপ্রকার বিতর্ক করিয়া আমি অপ্রমত্তচিত্তে সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছি।

রাজা যযাতির ভ্রমণ-লোক সকল।

অষ্টক কহিলেন, "মাতামহ! তুমি যতকাল যেরূপে যে সকল লোকে অবস্থিতি করিয়াছিলে তাহা সমুদায় বল।" যযাতি কহিলেন, "আমি বাহুবলে সমস্ত দিগ্বিজয় করিয়া এই সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট্‌ হইয়াছিলাম। সহস্র বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোক গমন করি। পরে শত যোজন বিস্তীর্ণ সহস্রদ্বার সংযুক্ত পরমরমণীয় অমরাবতীতে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করি। পরে পরম দুর্লভ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া তথায় বর্ষ সহস্র বাস করি তৎপরে দেব দেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাসপুরীতে বিহার করিয়া দেবগণ ও ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া কিছুকাল থাকিয়া নন্দনবনে কুসুমগন্ধামোদিত চারুরূপ পর্ব্বতসকল নিরীক্ষণ করিয়া পরমসুখে বাস করি। একদা ঘোররূপী দেবদূত আসিয়া প্লুতস্বরে তিনবার কহিল, "তুমি সুখ ভ্রষ্ট হও"। সম্প্রতি ক্ষীণপুণ্য হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং দেবগণ অন্তরীক্ষে আমার নিমিত্ত করুণস্বরে রোদন করিতেছেন, ইহাও শুনিতেছি। হে নরেন্দ্র! আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই জানি না। আমি তাঁহাদের "হা পুণ্যকীর্ত্তি যযাতি তুমি ক্ষীণ পুণ্য হইয়া স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছ" এইরূপ বিলাপ শুনিয়া কহিলাম, "হে দেবগণ! আমি যাহাতে সাধু সন্নিধানে পতিত হই, এমন উপায় বিধান করুন। তাঁহারা আমাকে আপনাদিগের যজ্ঞ ভূমিতে যাইতে কহিলেন"। আমি হবিগন্ধের অনুসরণক্রমে যজ্ঞভূমির অনুমান করিয়া আসিতেছি।"

হে মহারাজ! কেন নন্দনকানন পরিত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতে পুনরাগমন করিতেছেন? রাজা কহিলেন, "হে অষ্টক! যেমন জ্ঞাতি বা সুহৃদগণ নির্ধন মনুষ্যকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবতারা

ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিকে দেবলোক হইতে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।' তখন অষ্টক কহিলেন, "মহারাজ! মৃতব্যক্তির কলেবর দগ্ধ হয়, তবে মরণানন্তর অভাবভূত পুরুষ কিরূপে পুনর্ব্বার চৈতন্য লাভ করে।

যযাতি কহিলেন, পুরুষ প্রাণত্যাগ করিলে স্বকীয় পুণ্য পাপের অনুসারে অচিরাৎ অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা পুণ্যদেহ ও পাপকারী ব্যক্তিরা পাপদেহ প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য তপস্যা, বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হয়।

২৮। তপস্যা, দান, শম, দম, লজ্জা, সরলতা ও দয়া এই সাতটী স্বর্গের দ্বার। সাধুলোকেরা কহিয়া থাকেন, মনুষ্য অজ্ঞানকূপে মগ্ন হইয়া অহঙ্কার দোষে বিনষ্ট হয়।

২৯। মানে হর্ষপ্রকাশ ও অপমানে সন্তাপ করিও না।

৩০। সাধুব্যক্তিরা সাধুদিগের সর্ব্বদা সৎকার করিয়া থাকেন, অসাধুরা কদাচ সাধু বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

৩১। যে সকল মনীষী সকলের আশ্রয়ভূত তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলে, ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়।

আশ্রম ধর্ম্ম।

৩২। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম এই যে, অধ্যাপনাদি গুরুকার্য্যের নিমিত্ত কদাচ গুরুকে প্রেরণা করিবেন না। গুরু যখন তাহাকে আহ্বান করিবেন, তখন অধ্যয়ন করিবেন। গুরুর শয়নের পর শয়ন ও গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিবেন। এবং মৃদু, শান্ত, সন্তুষ্টস্বভাব, অপ্রমত্ত ও বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিবেন। গৃহস্থের ধর্ম্ম এই যে, ধর্ম্মতঃ অর্থউপার্জ্জন

করিয়া তদ্দ্বারা যাগদানাদি ক্রিয়া কলাপ সম্পন্ন করিবেন। অতিথি ভোজন করাইবেন, অদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না।

৩৩। বানপ্রস্থের ধর্ম্ম এই যে, স্বকীয় বীর্য্য উপজীব্য করিয়া জীবনধারণ করিবেন; কোনরূপ পাপকার্য্যে আসক্ত হইবেন না; পরকে দান করিবেন; কাহাকেও কষ্ট দান করিবেন না।

৩৪। ভিক্ষুর কর্ত্তব্য এই যে, শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন না; গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, বিষয় বাসনা হইতে বিরত ও বৃক্ষমূল-শায়ী হইবেন এবং অধিক দেশ পর্য্যটন করিবেন না।

৩৫। যিনি সর্ব্ববাসনা পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়দমন পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মৌনব্রতী কহে; মৌনব্রতী সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

রাজা যযাতির এই সকল ধর্ম্মসংগীত শ্রবণ করিয়া নৃপচতুষ্টয় কহিলেন, "মহাশয়! আপনি আমাদিগের যজ্ঞফল ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমন করুন।"

যযাতি কহিলেন, "হে সাধুগণ! আমি ক্ষত্রিয়; পরপুণ্যগ্রহণে আমার প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় যযাতি কন্যা মাধবী মৃগচর্য্যা ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া পিতাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে তাত! এই চারিজন আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে আর আমি আপনার কন্যা মাধবী, আমি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, আপনি তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। মনুষ্যগণ অপত্যোপার্জ্জিত ধর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং সদগতি লাভের নিমিত্ত দৌহিত্র প্রার্থনা করে। তখন ভূপতিগণ মাতামহকে অভিবাদন করিয়া অতি উচ্চ গভীরস্বরে মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত মাতামহকে উদ্ধার করিবার বাসনা প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। এই সময় তপোধন গালব তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার তপস্যার অষ্টমভাগ গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমন করুন। মহারাজ যযাতি সেই সকল মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক সম্যক পরিজ্ঞাত হইবামাত্র দেবশ্রী ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিলেন। তখন লোকমধ্যে দানপতি নামে বিখ্যাত বসুমনাঃ সর্ব্বাগ্রে উচ্চস্বরে কহিলেন, "হে মহাত্মন! আমি সর্ব্ববর্ণের অনিন্দতা নিবন্ধন যে ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদয় আপনাকে প্রদান করিলাম; আপনি গ্রহণ করুন। তৎপরে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দন নহুষতনয়কে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধর্ম্মাভি-নিবেশ, যুদ্ধপরায়ণতা ও বীরখ্যাতি লাভ করিয়া যে সকল ফল লাভ করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম; আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর উশীনর শিবি মধুরবচনে কহিলেন, হে নহুষ-তনয়! আমি স্ত্রী, বালক ও শ্যালকাদির সমক্ষে, যুদ্ধে, লোকের মৃত্যু সময়ে, আপৎকালে কখনও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই, আমার সেই সত্য প্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন। পরিশেষে রাজর্ষি অষ্টক কহিলেন, হে রাজন আমি শত শত পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয়ের ফললাভ গ্রহণ করিয়া স্বর্গে গমন করুন, এইরূপে রাজা যযাতি স্বীয় দৌহিত্রগণের প্রভাবে সদগতি লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হে যযাতি! যে ব্যক্তি তোমার এই পতনারোহণ বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করিবে সে অতি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেও অনায়াসে মুক্ত হইতে পারিবে।

ভীষ্ম।

রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থান পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বদান্য, তপোনিরত, রাগদ্বেষশূন্য, পরম সুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দানধর্ম্মে প্রবল হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল, তৎপুত্র দেবব্রত রূপগুণ আচার ব্যবহার,বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব মহারথ ছিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা শান্তনু যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন। কিন্তু কোথা হইতে এই সুরভিগন্ধ সঞ্চালিত হইতেছে, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবরূপ ধারিনী এক ধীবর কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কাহার কন্যা? কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে কহিল আমি ধীবর কন্যা পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবর কন্যার অনুপম রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে ও অঙ্গ সৌরভে মোহিত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ কহিলেন, "হে প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে। আপনি সত্যবাদী, যদ্যপি এই কন্যাটি ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আপনাকে সম্প্রদান করিব

কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে।"

শান্তনু কহিলেন, "হে ধীবর! তোমার অভিলষিত বিষয় শ্রবণ না করিয়া কিরূপে সম্মত হইতে পারি, যদি দানযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই প্রদান করিব ; কিন্তু অদেয় হইলে কোন ক্রমেই দিতে পারিব না।" ধীবর কহিলেন, "মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে ; অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না এই আমার অভিলাষ।"

রাজা এই বরপ্রদানে সম্মত না হইয়া, ধীবর কন্যার অনুপম রূপ-লাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

এক দিবস দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্ত ও চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, "তাত! আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও রাজমণ্ডল আপনার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এইরূপ শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যেন শূন্য হৃদয়ে রহিয়াছেন, আমাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন ; অতএব আপনার কি রোগ হইয়াছে আজ্ঞা করুন, আমি তাহার প্রতীকার করিব।"

পুত্রের কথা শুনিয়া শান্তনু কহিলেন, "বৎস! আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র। মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে, এই বড় আক্ষেপের বিষয়। কারণ তোমার যদি কোন অনিষ্ট হয়, আমাদের কুল নির্ম্মূল হইবে।"

মহানুভব দেবব্রত রাজার বিষাদকারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। অনন্তর পিতার পরম হিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের নিকট গমন করিয়া পিতার শোক বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রিবর

কৌরবশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারী বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া, ক্ষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে ধীবর সমীপে গমন করিয়া পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবেশন করিলে, ধীবর সমাগত রাজগণ সমক্ষে কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় পুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়? আমি কন্যার পিতা অতএব একটী কথা বলিব, হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে, অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে; এই একটী মাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে; নতুবা এবিষয়ে আর কোন দোষ নাই।

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণ সমক্ষে যথাযুক্ত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সত্যবাদিন্ আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যাহা কহিবে, অবিকল সেইরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন। অনন্তর জালজীবী কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! আপনি রাজ্যের হিতার্থে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অতএব কন্যার প্রভু হইলেন, সুতরাং ইহার দানেও আপনার সম্পূর্ণ অধিকার হইল, কিন্তু আমার আর একটী কথা শ্রবণ এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে, আপনার নিকট ঈদৃশ প্রস্তাব করাতে আমার নিতান্ত বালকত্ব প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণের সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা তোমার অনুরূপ নহে, অতএব আমি তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি

না, কিন্তু যিনি আপনার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি জানিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি ইতি পূর্ব্বেই সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব। আমি অপুত্র হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।" দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "তোমার পিতাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য।" দেবতাগণ রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ও সকলে তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া সম্বোধন করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই যশস্বিনীকে কহিলেন, "মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।" তাঁহারা রথারোহণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া শান্তনুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এইবর প্রদান করিলেন, "হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।

৩৬। দৈব নিবন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।

৩৭। মনুষ্য-জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ এই চতুর্বিধ ঋণে ঋণবান্ হয়।

৩৮। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা।

৩৯। ব্রহ্মচর্য্য পরমোৎকৃষ্ট।

৪০। উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্র বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অনুচিত, যাহারা ধনে মানেও জ্ঞানে আপনার সদৃশ; তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

৪১। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও কোনক্রমে অবজ্ঞেয় নহে। কারণ সামান্য অগ্নিকণাও সমুদায় বন ভস্মসাৎ করিতে পারে।

৪২। শরীর রক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪৩। যে আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় বশীভূত রাখিতে পারে, সে অবসন্ন হয় না।

৪৪। লোকে পুণ্য বলেই জীবিত থাকে-পুণ্যই জীবন ধারণের এক মাত্র উপায়।

৪৫। আত্মাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ভোগ করেন।

৪৬। অর্থহীন হইলে মিত্রলাভ করা দুর্ঘট, অর্থবান্ ব্যক্তি সর্ব্বস্থানে সম্মান লাভ করেন।

৪৭। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তে ও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে প্রকার উপকার করিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা প্রতিশোধ দেয় সেই যথার্থ মানুষ।

৪৮। প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির হিতসাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৪৯। আত্মঘাতী পুরুষেরা কদাচ পুণ্যলোক লাভ করিতে পারে না।

৫০। যে কার্য্য সন্ধি দ্বারা সম্পাদন করা যায়, তাহার জন্য বিগ্রহ করা উচিত নয়।

৫১। উচ্ছলিত ক্রোধবেগ তপঃ প্রভাবকে দূষিত ও কলুষিত করে, তাহার পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫২। ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, ধর্ম্মের গতি নির্ণয় করা কঠিন। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিশ্চয় করা সহজ নহে।

সপ্তনদী

সমুদ্র। হিমালয়ের পার্শ্বদেশ, আর নদীকূল এই তিনটী প্রদেশ দিবা ও রাত্রি বা সন্ধ্যাকালে কাহারও অধিকৃত নহে। ভুক্তই হউক বা অভুক্তই হউক দিবস বা রজনী হউক গঙ্গায় গমন করিতে কালনিয়ম নাই। পূর্ব্বকালে এই গঙ্গা হিমালয়ের হেমময় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃতা হইয়া, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, রথস্থা, সরযূ, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্ত নদীরূপে সমুদ্র জলে মিলিতা হন। এই সপ্ত স্রোতস্বতীর জল সেবনে লোকে বিগতপাপ হইয়া থাকে। পরমপবিত্রা গঙ্গা আকাশ পথগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন।

একলব্য

মহাবীর্য্য আচার্য্য দ্রোণ, পাণ্ডুপুত্রদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন; এই সংবাদ শ্রবণে একদা নিষাদরাজ হিরণ্য-ধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণসন্নিধানে সমাগত হইল। কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয় ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত; এই বিবেচনা করিয়া দ্রোণ তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদ রাজকুমার বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণ করিয়া অরণ্যে গমন করিল, এবং তথায় মৃণ্ময় এক দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তাহাতে আচার্য্য-ভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত ধারণ পূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিল; এইরূপে সে অচির কালমধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। একজন আপনার কুক্কুর ও

বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণ ক্রমে সহসা নিষাদ রাজ তনয়ের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সেই কুক্কুর মলিনকলেবর কৃষ্ণাজিন জটাধারী নিষাদ রাজকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগের লঘুতার পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এককালে সাতটি শর নিক্ষেপ করিল। কুক্কুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুত গমনে পাণ্ডব সন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা কুক্কুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটি শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টবোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে পাণ্ডবেরা বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে বনবাসী এক মনুষ্যকে নিরবচ্ছিন্ন শর বর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে তৎকালে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র?" একলব্য প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি নিষাদপতি হিরণ্য-ধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।"

তখন পাণ্ডবগণ তাহার যথার্থ পরিচয় পাইয়া পুনর্ব্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। তৎপরে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বিনীতবচনে নির্জ্জনে দ্রোণকে কহিলেন, "গুরো! আপনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তোমা অপেক্ষা আমার আর কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য, সে ধনুর্ব্বেদে আমাপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।' দ্রোণ

ইহার কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটা চীরধারী মলিন কলেবর, নিষাদ রাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণ বর্ষণ করিতেছে। এই অবসরে দ্রোণ তাহার সম্মুখীন হইলেন। একলব্য সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদবন্দন পূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, এবং বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলীপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি তুমি আমার যথার্থ ই শিষ্য হইয়া থাক, তবে এক্ষণে গুরু দক্ষিণা প্রদান কর। তাহা শুনিয়া একলব্য প্রীতবাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপে দক্ষিণা আহরণ করিব আজ্ঞা করুন।" তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া আমাকে দক্ষিণা স্বরূপ সম্প্রদান কর।" সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থে প্রফুল্লমনে ও হৃষ্টবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। তৎপরে অপর অঙ্গুলি দ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতা হ্রাস হইয়াছে।

একাগ্রতা

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার্থ কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পি দ্বারা একটী কৃত্রিম নীলপক্ষ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে রাজকুমারগণ! সকলে শরাসনে শর সন্ধান

করিয়া আমার আদেশ বাক্য অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি তোমাদিগকে একে একে নিয়োগ করিতেছি ; মদীয় বাক্য অবসান না হইতে হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর।" এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন, "হে দুর্দ্ধর্ষ ! তুমি শরসন্ধান করিয়া আমার বাক্যের সমকালে বাণ ত্যাগ কর। যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ; তখন আচার্য্য দ্রোণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর, যুধিষ্ঠির কহিলেন. "হাঁ আমি দেখিতেছি। দ্রোণ পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন ! তুমি ঐ বৃক্ষকে আমাকে বা ভ্রাতৃ-গণকে কাহাকে দেখিতেছ ? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,"ভগবন্ ! আমি বৃক্ষকে, আপনাকে, ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন দ্রোণ কহিলেন, "তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না . এস্থান হইতে অপসৃত হও। এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর দিতে পারিলেন না বলিয়া, সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

পরে দ্রোণ হাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন,"বৎস ! এইবারে তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে অতএব ধনুকে গুণ রোপণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর।" আমার বাক্যাবসান না হইতে হইতেই তুমি এই লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ কর। অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক অগ্র-শাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস ! বৃক্ষকে, বৃক্ষস্থ পক্ষীকে, আমাকে বা ভ্রাতৃগণকে নিরীক্ষণ করিতেছ ?" তাহা শুনিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্ ! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ

করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে নিরীক্ষণ করিতেছি? পরে দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! শকুন্তকে সম্যকরূপে নিরীক্ষণ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন না আমি শকুন্তর অবশিষ্ট কলেবর কিছুই দেখিতেছি না, কেবল উহার মস্তকটী দেখিতেছি।" তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্‌চাতুরী দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! তবে লক্ষ্য ভেদ কর, এই কথা বলিবা মাত্র অর্জ্জুন কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন, এবং বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সমাধানান্তে দ্রোণ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দ্রুপদ-রাজাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছি বলিয়া মনে করিলেন।

রঙ্গভূমি

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রাত্মজগণ ও পাণ্ডবেরা অস্ত্র শিক্ষা করিলে একদা দ্রোণ, ভীষ্ম ও বিদুরের সন্নিধানে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অনুমতি হইলে আপন আপন অস্ত্র শিক্ষার পরিচয় দেন। "ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্মসাধন করিলেন, মহাশয়! এসময় অস্ত্রশিক্ষা দর্শন বিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকার নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনার আদেশের অন্যথা হইবে না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে যাহা আদেশ করেন, তুমি সত্বর হইয়া অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর।

বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে প্রাজ্ঞবর দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন; ঐ স্থান তরুগুল্ম বিহীন সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইয়াছিল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্র যোগ সম্পন্ন তিথি বিশেষে বীর সমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করত ঐস্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজ শিল্পিরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকাসকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণি শোভিত সুবর্ণময় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজ-মহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা দর্শনার্থী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুত গমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমিতে প্রবেশার্থী বহুতর দর্শকবর্গের সমাগম হইল; তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদু মধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শুক্লাম্বরধারী, শুক্লকেশ, শুক্লযজ্ঞোপবীত ধারী, শুক্লশ্মশ্রু, শুক্লচন্দনানুলিপ্তকলেবর মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থমার সহিত শশধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদান পূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্যকর্ম্ম সমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্ব্বান লইয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন, পরে অত্যাশ্চর্য্য অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ শর পতন ভয়ে মস্তক অবনত করিতে লাগিল, কেহবা অদ্ভুতকীর্ত্তিশালী অর্জ্জুনকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। রাজকুমারেরা বেগবান তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী শরকার্ম্মুকধারী উদ্ভুতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহাবল কুমারগণ তৎকালে কার্ম্মুকদ্বারা অস্থির লক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সমাধান পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বারংবার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন; খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কখনও গজে, কখনও বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া বাহুযুদ্ধ সমাধানান্তে পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গদ্বারা কৌশল ক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমান খড়্গের অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এইরূপ অসিচর্য্যায় বীরপুরুষদিগের নির্ভীকতা প্রকাশ পাইল। তাঁহাদিগের খড়্গ হস্তমুষ্টি হইতে একবারও স্খলিত হইল না; তাঁহারা অসিপ্রয়োগে বিলক্ষণ কুশলী ছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোকসমুদয় বিস্ময়াবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ অতুঙ্গ শৈলের ন্যায় রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গভীর গর্জ্জন করে, সেই উভয় বীরপুরুষ বীরত্ব প্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা গদাহস্তে বামভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে রণস্থলে প্রবেশ করিলে উভয় পক্ষীয় দর্শকমণ্ডলী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তৎপরে দর্শকেরা হা বীর কুরুরাজ! হা বীর ভীম এই বলিয়া মহান্ কোলাহল করিতে লাগিল। ধীমান্ দ্রোণ সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের ন্যায় বিক্ষুব্ধ দেখিয়া প্রিয়পুত্র অশ্বত্থামাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! মহাবীর ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর; দেখিও যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধ উপস্থিত না হয়।" অশ্বত্থামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে গদাযুদ্ধোদ্যত বীরদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিলেন! তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘ-নির্ঘোষ সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণ করিয়া কহিলেন, মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার প্রিয় হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্র তুল্য মহাবীর। হে দর্শকগণ! তোমরা ইহাকে দর্শন কর। তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশ ক্রমে গোধালতার অঙ্গুলিত্রান ও কাঞ্চনময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্য সন্নিহিত ইন্দ্রায়ুধাংকৃত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তদ্দর্শনে রঙ্গস্থ লোকের চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এই অবসরে চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, অনন্তর "ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন", "ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়" "ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র" "ইনিই কৌরবদিগের রক্ষক" এইরূপ প্রশংসাবাদ সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল, পুত্রের প্রশংসাবাদ শুনিয়া পুত্রবৎসলা কুন্তীর মন আনন্দ-অশ্রুতে পূর্ণ হইতে লাগিল।

পরে সেই মহাকোলাহল নিবৃত্ত হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ-সন্নিধানে আপনার অস্ত্র কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নি সৃষ্টি করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া জল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া

পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌমাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন। অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। তিনি শিক্ষা কৌশলে নানাপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করাইয়া দর্শক মণ্ডলীকে বিমোহিত করিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোক, সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্য কোলাহল নিস্তব্ধপ্রায় হইল। এই অবসরে বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ বাহুবা স্ফোটন দ্বারদেশে উত্থিত ও শ্রুত হইতে লাগিল, ঐ শব্দ কর্ণ-গোচর করিয়া রঙ্গস্থ লোকেরা ইহা কি বিদীর্ণ পর্ব্বতের? না দলিত ভূতলের? বা মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ঘোররব শ্রুতহইতেছে এইরূপ অনুমান করিয়া সত্বর সকলেই দ্বারদেশাভিমুখে গমন করিল। দুর্য্যোধন গদামাত্র সহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা শোভমান হইয়া উত্থিত হইলেন। সেই সময় পঞ্চতারাগ্রথিত হস্তাসংযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডব পরিবৃত দ্রোণাচার্য্য দীপ্তি পাইতেছিলেন; তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন।

তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। সহজাত কবচ ধারণ ও কটীদেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অনতিভক্তিসহকারে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চল ও স্থিরনয়ন হইল। এবং "ইনি কে?" ইহা সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত ভ্রাতা অর্জ্জুনকে কহিলেন, "হে পার্থ! তুমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসম্মুখে আমি বিশেষরূপে সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।"

তাঁহার বাক্যাবসান না হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে দর্শকেরা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। কর্ণের তাদৃশ উৎসাহ বাক্যে দুর্য্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদয় হইল। তৎপরে দ্রোণের নির্দেশানুসারে অর্জ্জুন যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে সাদর বচনে কহিলেন, "হে মহাবাহো। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছা ক্রমে কুরুরাজ্য উপভোগ কর।

তদীয় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কর্ণ কহিলেন, "প্রভো! বোধ করি আমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমুদয়ই সমাধা করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে বাসনা করি। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, ভাল এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়-ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিও।" দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণমধ্যে উন্নত ভূধরের ন্যায় অবস্থিত কর্ণকে কহিলেন, রে কর্ণ! যাহারা অনাহূত হইয়া কথা কহে, তাহারা যে লোকে। গমন করে, অদ্য তোর প্রাণসংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব।" তখন কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে অর্জ্জুন! দেখ এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত, সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার বিশেষ কোন প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব যাবৎ গুরুজন সমক্ষে শরদ্বারা তোমার শিরচ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বান ধারণ পূর্ব্বক

সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর দ্বন্দ্ব যুদ্ধকুশলী কৃপ উভয়কে ধনুর্দ্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, কুন্তীগর্ভ সম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন, হে মহাবাহো! এক্ষণে তুমি আপন মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ ও কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করেন না।

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষণীর পরিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আচার্য্য! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সংকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্যচালনসমর্থ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাচ যদি অর্জ্জুন রাজা ভিন্ন অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

তৎপরে দুর্য্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপন করিয়া মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণ দ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবল কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ভৃত্যগণ তাঁহার মস্তকোপরি ছত্রধারণ করিল, উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন এবং বন্দিগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

তখন অঙ্গরাজ কর্ণ সাদর সম্ভাষণ করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে মহারাজ! তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতিদান করিব? বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে। দুর্য্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুরবাক্যে কহিলেন; "হে কর্ণ এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য সংস্থাপন

করিবার বাসনা করি।' কর্ণ তথাস্তু বলিয়া স্বীকার 'করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

তৎপরে কর্ণের জনক অধিরথসূত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া শরাসন পরিত্যাগ করিয়া তদীয় গৌরব রক্ষার্থ অভিষেকার্দ্র মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্র বৎসল সারথি সসম্ভ্রমে বস্ত্রদ্বারা চরণদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনও আলিঙ্গন করিলেন। তাহা অবলোকন করিয়া ভীম কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "রে সূত নন্দন! রণে অর্জ্জুনহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে, বরং কুলোচিত বল্গা গ্রহণ কর্। রে নরাধম! হুতাশন সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুক্কুরের অবলেহন-যোগ্য নহে, তদ্রূপ তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগ করিবার উপযুক্ত নহিস্!" তদীয় এতাদৃশ উদ্ধত বাক্যে কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধন মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় ক্রোধে অধীর হইয়া ভ্রাতৃগণ মধ্য হইতে সহসা উত্থিত হইলেন, এবং সম্মুখে আসীন ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন হে ভীম! কর্ণের প্রতি এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করা তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে; কবচ কুণ্ডলধারী সর্ব্বলক্ষণযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ কর্ণবীর, সামান্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, ইহা অতি সামান্য বিষয়। ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। কর্ণের রাজ্য-লাভ বিষয়ে যাহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

তৎপরে রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদ সহকৃত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল;

এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের কর গ্রহণ পূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে কবচ ও কুণ্ডলধারী অঙ্গরাজ কর্ণকে দেখিয়া ভোজদুহিতা কুন্তীর অন্তঃকরণ স্নেহ ও দুঃখে উচ্ছলিত এবং নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জ্জুন ভয় তিরোহিত হইল। ধনুর্ব্বেদ বেত্তা কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত হইলেন যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর বলিয়া স্থির করিলেন।

কর্ণ

কুমারী কুন্তীর বাল্যকালে পিতৃগৃহে জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ আগমন করিলে কুন্তী যত্ন ও সমাদর সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। মহর্ষি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "আমি তোমার সেবা-যত্নে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তুমি এই মন্ত্র শক্তিতে যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র হইবে।" মুনি এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। কুন্তী বাল্যস্বভাব বশতঃ কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রবলে ও সূর্য্যদেবতার প্রভাবে তিনি পরম রূপবান্ কুণ্ডল ও বর্ম্মধারী সিংহনেত্র এক পুত্র প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র জগতে কর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কুন্তী বন্ধুজনভয়ে বিষণ্ণ-মনে ধাত্রীর সাহায্যে সেই মহাবল কুমারকে মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপন করিয়া

অশ্বনদীর সলিলে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভীত ও শোকাকুল প্রাণে পুনরায় নিজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে মঞ্জুষা অশ্বনদীর প্রবাহে তথা হইতে চর্ম্মন্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল; এবং সেই স্থান হইতে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগীরথীতে গমন করিয়া চম্পানগরীতে উপনীত হইল। সেই সময় অধিরথ নামে সূত নিজ পত্নী রাধার সহিত ভাগীরথীতে স্নানে আসিয়াছিলেন; তাঁহারা দেখিলেন, এক মঞ্জুষা তরঙ্গবেগে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের নিকটে আসিল। রাধা তদ্দর্শনে আনন্দমনে উহা ধারণ করিলেন এবং স্বীয় স্বামীকে উদ্‌ঘাটন করিতে কহিলেন। তাঁহারা মঞ্জুষা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, হেমবর্ম্মধারী কুণ্ডল শোভিত নবপ্রসূত শিশু তন্মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। সূত তদ্দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যাকে কহিলেন, দেখ কি সুন্দর শিশু যেন দেবপুত্র; আমাকে অনপত্য দেখিয়া দেবগণ দয়া করিয়া এই পুত্রটী প্রদান করিলেন। অধিরথ এই বলিয়া স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে পুত্রটী প্রদান করিলেন। রাধা সেই শিশুকে লইয়া গৃহে আগমন করিয়া পরম যত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন, শিশু ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ সেই বালককে বসুরূপ কবচ ও কুণ্ডল সমন্বিত দেখিয়া উহার নাম রাখিলেন বসুষেণ। এইরূপে ঐ বালক বসুষেণ সূতপুত্র নামে খ্যাত হইলেন। বসুষেণ অঙ্গ-দেশেদিন দিন বৰ্দ্ধিত ও মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। কুন্তী চরমুখে স্বীয় পুত্রের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

কর্ণ বাল্যকালে হস্তিনাপুরে মহাত্মা দ্রোণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন। ঐ মহাবীর এক দিবস গোপনে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "গুরো! আমাকে মন্ত্রসমেত ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিন।" অর্জ্জুন-পক্ষপাতী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, "কর্ণ! নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয়

ইহারাই ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞাত হইতে পারেন, অন্য কাহারও ইহ'তে অধিকার নাই।"

মহাবীর কর্ণ দ্রোণের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র না পাইয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে পরশু-রামের নিকট গমন করিলেন, এবং প্রণাম পূর্ব্বক আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন পরশুরাম তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। ঐইরূপে কর্ণ সেই স্বর্গসম মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করতঃ ভার্গবের নিকট অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা সূতপুত্র শরাসন ও খড়্গ ধারণ করিয়া আশ্রমের অনতিদূরে সমুদ্রতীরে শর নিক্ষেপ করতঃ একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাঁহার শরাঘাতে এক ব্রহ্মবাদী অগ্নিহোত্র-রক্ষক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বিনষ্ট হইল। মহাত্মা কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও বিষন্ন হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিয়া বিনয়সহকারে কহিলেন, "ভগবান্! আমি মোহ বশতঃ আপনার হোমধেনু বিনষ্ট করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" দ্বিজবর কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপর নাই কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "দুরাচার! তুমি আমার বধার্হ; তোমাকে অবশ্যই এই দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি যাহার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং যাহাকে পরাজয় করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছ, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিবার সময় পৃথিবী তোমার রথচক্র গ্রাস করিবেন। চক্র ভূ-গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে বিপক্ষ তোমার মস্তক ছেদন করিবে।" তখন কর্ণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া শাপবিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন।

মহাবীর পরশুরাম কর্ণের বাহুবল ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগ সংহার মন্ত্র সমেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা

করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ আলোচনা করতঃ পরম সুখে সেই পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা উপবাসক্লিষ্ট পরশুরাম নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সূতপুত্রের ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপন করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময় এক শোণিত-ভোজী দারুণ কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধির ধারা নির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কি কর্ম্ম করিতেছ? আঃ! আমি অশুচি হইলাম!" ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট সমস্ত বল"। তখন কর্ণ কীটদংশন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধভরে কর্ণকে কহিলেন, "হে মূঢ়! তুমি কীট দংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণে কখনই সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় তোমার সহিষ্ণুতা দেখিতেছি, অতএব আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর।" তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, গুরো! আমি সূত-পুত্র; সূত নন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি," এই বলিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সূতপুত্র! তুমি অস্ত্র লোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, অতএব এই ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশ কাল বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না। আর এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এস্থান হইতে যথা ইচ্ছা গমন কর। যাহা হউক কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না।"

এইরূপে মহাবীর কর্ণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রলাভ করিয়া রাজা

দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে অঙ্গদেশের অধিপতি করিলেন এবং তিনি তাঁহার আদেশে চম্পানগরী শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময় দুর্য্যোধনের অনেক প্রকার কার্য্য উদ্ধার করিয়া তিনি শৌর্য্য বীর্য্যাদিগুণের পরিচয় প্রদান করেন। এক দিবস মগধ দেশাধিপতি জরাসন্ধ মহাবীর কর্ণের সহিত বাহু যুদ্ধ করেন, তাহাতে মহাবীর জরাসন্ধ মোহিত হইয়া অত্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহাকে মালিনী নগর উপহার প্রদান করেন। মহাবীর কর্ণ অসাধারণ দাতা ছিলেন, সাধু ও ব্রাহ্মণকে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার বাসনায়, ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহার আলয়ে গমন করিয়া তাঁহার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রার্থনা করায়; তিনি অম্লানবদনে স্বীয় পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে মাংস প্রদান করেন। পরে বৃষকেতু ভগবৎপ্রভাবে খেলাধূলা করিয়া "মা" বলিয়া বাড়ী প্রত্যাগত হন।

মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে সলিল হইতে উত্থিত হইয়া সবিতাদেবের স্তব করিতেন, ঐ সময় সাধু ও ব্রাহ্মণগণ ধনলাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া যিনি যাহা প্রার্থনা করিতেন; তিনি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতকামনায় ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গস্থ সহজাত বর্ম্ম ও কুণ্ডল ভিক্ষা চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ ও কুণ্ডল এক শাণিত শস্ত্র দ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ পূর্ব্বক উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাঁহার এই অসামান্য বদান্যতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি যাহার প্রতি এই শক্তিঅস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, সন্দেহ নাই।" ইন্দ্র এই বলিয়াচলিয়া গেলেন। তদবধি বসুষেণের নাম বৈকর্ত্তন ও কর্ণ হইল।

দিবাকর ইন্দ্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া স্বপ্নযোগে পূর্ব্বে কর্ণকে কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং কহিয়াছিলেন "বৎস। তুমি এই কবচ-কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভাবে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছ। দেবরাজ অর্জ্জুনদ্বারা তোমার বধসাধন করিবার নিমিত্ত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিবেন। তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে উত্থিত হইয়াছে ; অতএব যদি জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাহাতে কর্ণ কহিয়াছিলেন, 'হে সূর্য্যদেব! আজি আপনি যখন আমার হিতান্বেষী হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তখন আমি অবশ্যই কল্যাণ লাভ করিব। আমি আপনাকে ভক্তি করিয়া যাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন! যদ্যপি আমি আপনার স্নেহভাজন হইয়া থাকি, তবে আমাকে ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিবেন না; যদি দেবরাজ ইন্দ্র আমার নিকট বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রার্থনা করেন, আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা প্রদান করিব। আমি আমার ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আমি প্রাণদান করিয়া কীর্ত্তি রক্ষা করিতে বাসনা করি। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় লোকের প্রাণ রক্ষা করে ও আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করে, আমি পুরন্দরকে আমার কবচ (বর্ম্ম) ও কুণ্ডলদ্বয় এই কীর্ত্তিকর ভিক্ষা প্রদান করিব।

কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্ব্বে মহানুভবা কুন্তীদেবী গোপনে ভাগীরথী তীরে কর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন, "স্বীয় আত্মজ কর্ণ উর্দ্ধবাহু হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পাণ্ডু-পত্নী পৃথা আতপ তাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরীয়-ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপাবসানের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কর্ণ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে জপ করিয়া শেষে পশ্চিমাভিমুখ হইবামাত্র কুন্তীকে অবলোকন

করিলেন। তখন বিস্মিত হইয়া করযোড়ে অভিবাদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভদ্রে! রাধাগর্ভ সম্ভূত অধিরথের পুত্র কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে, আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে?" কুন্তী কহিলেন, বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধা গর্ভসম্ভূত নও? অধিরথও তোমার পিতা নন, সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। এই কথা কহিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে তুমি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া আমার ও তোমার পঞ্চ ভ্রাতার আনন্দ বর্দ্ধন কর। আজি কৌরবগণ কর্ণার্জ্জুন সমাগম অবলোকন ও দুরাত্মাসকল তোমাদের সৌভ্রাত্র দর্শন করিয়া অবনত হউক। তোমার পঞ্চ ভ্রাতা তোমার মস্তকে রাজ মুকুট পরাইয়া দিক, তুমি দেবতার ন্যায় শোভান্বিত হও।" কুন্তীর বাক্য অবসান হইলে ভগবান ভাস্কর গগণ হইতে কর্ণকে কহিলেন, বৎস! কুন্তী সত্য কহিয়াছেন, তুমি স্বীয় মাতার কথানুসারে কার্য্য কর! তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

সত্যপরায়ণ কর্ণ স্বীয় মাতা ও পিতা দিবাকরের বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি তখন কুন্তীকে কহিলেন, ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। আপনি ক্ষত্রসংস্কার প্রাপ্তিকালে আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কর্ম্মসাধনে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। দেখুন, কৃষ্ণ সহিত অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব আজ যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষ হই, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। অদ্যাপি কেহই আমাকে

পাণ্ডবদের ভ্রাতা বলিয়া জানে না ; অতএব এই যুদ্ধকালে যদি তাহাদের ভ্রাতা বলিয়া প্রকাশিত হইয়া তাহাদের নিকট গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন? হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠে! ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ আমাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য প্রদান ও সুখোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছেন ; আজ আমি কিরূপে তাহাদিগকে বিফলমনোরথ করিব? যাহারা শত্রুগণের সহিত বৈরভাব অবলম্বন করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা ও আমাকে নমস্কার করে, যাহারা আমার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিবে আশা করিতেছে, আমি কিরূপে তাহাদিগের আশালতা ছেদন করিব? যাহারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, এই সময় আমিও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। আপনার বচনানুরূপ কার্য্য করিতে কদাপি সম্মত হইব না। পাণ্ডবদিগের উপর আমার যে ক্রোধ আছে, তাহা কদাপি বিফল হইবে না। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব আপনার এই চারি পুত্রকে সংগ্রামে সংহার করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্য মধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। অতএব হয় আমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিব, না হয় তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট যশোভাজন হইব। আপনার পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না ; আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপনকরিবেন।'

যশস্বিনী কুন্তী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ ও অকৃতকার্য্য হইয়া কর্ণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যে অর্জ্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতা চারিজনকে অভয় প্রদান করিলে, উহা যেন তোমার মনে থাকে। কুন্তী ও কর্ণ এইরূপ কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলে, কর্ণ ভীষ্মের নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত

হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, ভীষ্ম মুদ্রিত লোচনে শর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মহাবীর কর্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথের অতিথি হইত, আপনি সর্ব্বদাই যাহার উপর দ্বেষ প্রকাশ করিতেন, আমি সেই রাধেয়।"

ভীষ্ম এই বাক্য শ্রবণে বলপূর্ব্বক নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, "হে কর্ণ! তুমি আমার বিরোধী হইয়া সর্ব্বদা আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু এ সময় যদি আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল লাভ হইত না। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি কুন্তীনন্দন; রাধেয় নও, অধিরথ তোমার পিতা নন, ইহা যথার্থ কথা, আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে ক্রোধ করিয়াছিলাম, আজি তাহা অপনীত হইল। হে আদিত্যনন্দন! পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নয়। এক্ষণে যদি আমার প্রিয়-কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে স্বীয় সহোদর পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হও, আমাকে দিয়া বৈরভাবের অবসান হউক।"

কর্ণ কহিলে, "হে মহাবাহো! আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য, আমি যথার্থই কৌন্তেয়; সূতপুত্র নহি। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে, সূতের হস্তে বর্দ্ধিত হইয়াছি; পরে দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছি; ইহা কদাপি মিথ্যা করিতে পারিব না। কুরু পাণ্ডবগণের নিদারুণ বৈরভাব কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না, অতএব স্বধর্ম্মপ্রীতি-প্রযুক্ত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, আপনার আদেশে যুদ্ধ করিব; আপনি আজ্ঞা করুন। আমি ক্রোধাবেগ ও চপলতা নিবন্ধন আপনাকে যাহা কিছু মন্দ বা বিরুদ্ধ বাক্য কহিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহা ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কর্ণ! যদি এই সুদারুণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে না পার, আমি আদেশ করিতেছি, স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর; উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনের কার্য্য সম্পাদন কর। আমি সত্য কহিতেছি যে, সন্ধি করিবার নিমিত্ত অনেক দিন অতিশয় যত্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ভীষ্ম এইরূপ কহিলে পর রাধেয় তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করিলেন

মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলে, দুর্য্যোধন কর্ণের অভিমতে দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে কর্ণ তাঁহার সৈনাপত্যাধীনে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু হইলে, কর্ণ কৌরব সৈন্যের প্রধান সেনাপতি হন। পরে অর্জ্জুনের সহিত মহা সংগ্রাম করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে স্বর্গে গমন করেন এবং সেই সময়, তাহার দেহ হইতে একটী তেজ নির্গত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করতঃ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মহাত্মা কর্ণ সামান্য বীর ছিলেন না, তিনি শস্ত্রবলে ভূমণ্ডলে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যদি দেবরাজ ইন্দ্রকে সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় না দিতেন, বিশেষতঃ যদি ঐ মহাবীর, পরশুরাম ও হোমধেনুবিনাশ-ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত না হইতেন, যদি তিনি কুন্তীর সমক্ষে অর্জ্জুন ব্যতীত আর কোন পাণ্ডবকেই নিধন করিব না বলিয়া অঙ্গীকার না করিতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুনের হস্তে কখনই সেই বীরের বিনাশ হইত না। কর্ণ-চরিত যাঁহারা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের চিত্তে ধর্ম্ম ও বল সঞ্চার হইয়া থাকে।

সভাপর্ব্ব

৫৩। অর্থচিন্তায় নিরত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

৫৪। সুখানুভবে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া মনকে দূষিত করা উচিত নহে।

৫৫। পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হওয়া সকলের কর্ত্তব্য।

৫৬। রাত্রির প্রথম দুই প্রহর নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পশ্চিম নিশায় ধর্ম্মার্থ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

৫৭। প্রমদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে সমুচিত সান্ত্বনা করা কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কোন গুহ্য কথা বলিবেন না।

৫৮। শোকে, মোহে ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হওয়া উচিত নহে।

৫৯। রাজার যথাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কলিজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে দর্শন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

৬০। কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌর-কার্য্য দর্শন ও জনপদ দর্শন প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য সম্যকরূপে সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য।

৬১। বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সৎকুলজাত অনুরক্ত ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য।

৬২। সৎকুলজাত প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অনুরক্ত রাখা রাজার কর্ত্তব্য।

৬৩। কোন ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা প্রভুকার্য্য সুসম্পন্ন করিলে, তাঁহাকে সম্যক পুরস্কৃত ও সমধিক সম্মানিত করা কর্ত্তব্য।

৬৪। বলবিহীন বিপক্ষের নিকট দৈন্য অবলম্বন যেমন দোষাবহ, বলবান শত্রুর নিকট পরাজয় হওয়াও তদ্রূপ।

৬৫। দুর্ব্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত স্পর্দ্ধা করাও উচিত নহে।

৬৬। পরধনগ্রহণে অনিচ্ছা ও স্বধনে যিনি সন্তুষ্ট থাকেন তিনিই সুখী।

৬৭। কে শত্রু কে মিত্র ইহাতে কোন লেখা প্রমাণ নাই, যে যাহাকে সন্তাপ দেয় সেই শত্রু হয়।

৬৮। জাতি অনুসারে কেহ কাহারও শত্রু হইতে পারে না, সম ব্যবসায়ী হইলেই শত্রু হয়।

৬৯। তেজ যেমন চক্ষুকে বিনষ্ট করে, দৈব তেমন প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

৭০। যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানে সে কখনও আত্মপ্রশংসা করে না। সেহেতু অন্যে যাহার প্রশংসা করে তিনিই যথার্থ পূজ্য।

৭১। লোকে অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে শ্রেয়ো লাভ করিতে পারে না।

৭২। সাধুব্যক্তিরা অনুশাসন করেন যে, স্ত্রী, গো, ব্রাহ্মণ ও অন্নদাতা ব্যক্তির উপর শস্ত্রপাত করিবে না।

৭৩। এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী বক্তা অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর শ্রোতা ও বক্তা অতি বিরল। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে সেই যথার্থ মানুষ।

৭৪। সুদৃঢ় দারুতেই শস্ত্রপাত হইয়া থাকে, অন্য স্থানে শস্ত্রপাত লক্ষ্য নহে।

৭৫। যে ব্যক্তি প্রদীপ্ত হুতাশন দেখিয়া পলায়ন না করে তাহার সর্ব্বনাশ হয়।

৭৬। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্রতা-বিরুদ্ধাচারীকে উপেক্ষা করেন।

৭৭। লোকের বিপৎকাল উপস্থিত হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

বনপর্ব্ব

৭৮। গুণ ও দোষ, সৎ ও অসৎ সংসর্গ হইতে সংক্রামিত হয়।

৭৯। যেমন বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি কুসুম সংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান করে।

৮০। মূঢ়সমাগম কেবল মোহজালের আকর, আর সাধুসমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ।

৮১। অর্থ সঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহলাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন না। জ্ঞান দ্বারা স্নেহকে বিনাশ করিবেন।

৮২। বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনা হইতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবর্দ্ধিত হয়।

৮৩। সর্ব্বপাপময়ী তৃষ্ণা নিয়ত উদ্বেগকারী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপ-প্রসবিনী।

৮৪। দুর্ম্মতীগণ তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পুরুষ জীর্ণ হইলেও তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না।

৮৫। প্রাণান্তকারী রোগস্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে সেই যথার্থ সুখী।

৮৬। মূঢ় ব্যক্তিরা অসন্তোষ পরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখ, এইজন্য পণ্ডিতগণ সন্তোষকে প্রধান বলিয়া জানেন।

৮৭। রূপ, যৌবন, রত্নসঞ্চয় এবং প্রিয়নিবাস সকলই অনিত্য, পণ্ডিতগণ এই সমস্ত অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ লোভ করেন না।

৮৮। স্বধনে পরিতৃপ্ত থাকিয়া পরধনে লোভ না করাই ধর্ম্ম।

৮৯। যে ব্যক্তি সহোদরদিগের সহিত বিষয় ভোগ করে, সহোদরগণ তাহার দুঃখের অংশভাগী হয়।

৯০। সহোদরদের নিকট কদাচ আত্মশ্লাঘা করিবে না।

৯১। যাহার জন্মাবধি যেমন স্বভাব হইয়া থাকে, সে তাহা অতিক্রম করিতে পারে না।

৯২। জগতীতলে নামের অসাধ্য কিছুই নাই, নামই বলীয়ান উপায়।

৯৩। দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়।

৯৪। ক্ষমাকালে ক্ষমা অবলম্বন না করিলে সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহ ও পরকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

৯৫। রোষপর ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না ও অকার্য্যের ভয় থাকে না।

৯৬। অমর্ষজনিত সন্তাপ হুতাশন অপেক্ষাও সমধিক দীপ্তিমান।

৯৭। মিত্রবল পরিত্যাগ করিলে যুবা ব্যক্তিও অবশ হয়।

তেজঃ

৯৮। নিরবচ্ছিন্ন তেজঃ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনে ও শুভলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে।

ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ

পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ক্ষমা

ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে, হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, আসন, ভোজন, পান ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্যসকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে, তাহারা স্বামীর আদেশ পালন করে না ও সর্ব্বদা উপেক্ষা করে, তাহারা তাঁহাকে সমুচিত উপচার দ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করে না। ক্ষমাশীল লোকেরা অনেক প্রকার নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকেন।

৯৯। এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ এই যে রজোগুণপরিবৃত ক্রোধী ব্যক্তি যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ দ্বারা দণ্ডার্হ বা অদণ্ডনীয় উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানা প্রকার দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহীন ও তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ এবং মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয় ও অনেকেই তাঁহার শত্রুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধভরে অন্যায় পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজঃই প্রকাশ করেন, গৃহাগত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়; যাঁহাকে সন্দর্শন করিলে সকলেই ভীত হয়, তাঁহার ক্রমে ক্রমে আর

ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করা কিরূপে সম্ভবে? সুযোগ পাইলেই লোকে অপকার করিতে ত্রুটী করে না। অতএব একেবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একেবারে মৃদু স্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ, সময়ানুসারে তেজস্বীতা বা মৃদু ভাব অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ক্রোধ

১০০। ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়। সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; কিন্তু যাহার ক্রোধ ধারণ করিবার সামর্থ নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়।

মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অপমান করিয়া থাকে। সে ক্রোধ পূর্ব্বক অবধেরে বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমন সদনে প্রেরণ করে। এই সকল কারণে ক্রোধকে পরাজয় করাই কর্ত্তব্য।

বিরাট্ পর্ব্ব

১০১। যে ব্যক্তি রাজকুলের সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছে তাহারও তথায় অতি ক্লেশে কাল যাপন করিতে হয়। রাজভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয় পর্য্যাবেক্ষণ করিতে হইলে অগ্রে ভূপালের অনুমতি লইবে। রহস্য বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অন্যে পরাভব করিতে না পারে এমন স্থানে অবস্থান করিবে, যে ব্যক্তি আমি মহারাজের প্রিয়

এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যাঙ্ক, গজ, বা রথে আরোহণ না করেন তিনিই রাজ গৃহে বাস করিতে সমর্থ হন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুষ্টলোকে আশঙ্কা করে, তথায় কদাচ উপবিষ্ট হইবে না।

ভূপাল জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা কর্ত্তব্য। আমি বীর ও বুদ্ধিমান এই বলিয়া কদাচ রাজার নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না। এবং সতত রাজাকে শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যিনি ছায়ার ন্যায় রাজার অনুগত থাকিতে পারেন তিনি সুখী হন।

ভগবতী দুর্গার স্তব

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রমণীয় বিরাট নগরে গমন করত মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। হে যশোদা-নন্দিনি, নারায়ণ-প্রণয়িনি, কুলবিবর্দ্ধিনি, কংসধ্বংসকারিণি, অসুরনাশিনি, ভগবতী, বরদে, কৃষ্ণে! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপা বাসুদেবের ভগিনী। দুর্দ্দান্ত কংস বলপূর্ব্বক আপনাকে আকর্ষণ করত শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে আপনি অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! আপনি দিব্য বস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন; আপনার করতলে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে। হে ত্রৈলোক্যতারিণি! যাঁহারা ভূভার অবতারণ জন্য কায়মনোবাক্যে আপনাকে স্মরণ করেন, আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবীকে সন্দর্শন করিবার

মানসে পুনরায় বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। হে বালার্ক সদৃশে, চতুর্ভুজে, দেবী! আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন! আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল-বিস্পর্দ্ধী; শ্রবণযুগল স্বর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত, মুকুট অতি বিচিত্র এবং কেশপাশ পরম রমণীয়। হে নানা আয়ুধধারিণি! আপনার বিপুল বাহুযুগল শক্রধ্বজসদৃশ। আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ মেখলাদামে বিভূষিত হইয়া বিষধর মন্দরগিরির শ্রী ধারণ করিয়াছেন। হে ত্রিদশেশ্বরী! আপনি কৌমারব্রত ধারণ করিয়া সুরলোক পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিদশগণ নিরন্তর আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন; আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার জন্য মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন। আপনি জয়া, বিজয়া, বরদা ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া আমাকে বিজয় দান করুন। হে শীধুমাংস পশুপ্রিয়ে, কামচারিণি! নগেন্দ্র বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান। আপনি যাত্রা করিলে ভূতগণ আপনার অনুগমন করে। হে কালি! হে মহাকালি! যাঁহারা ভারাবতারণ মানসে প্রভাতে আপনাকে স্মরণ ও প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের ধন পুত্রলাভ দুর্লভ হয় না। হে দুর্গে! আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গা বলিয়া থাকে।

কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলনিমগ্ন ও দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! জলপ্রতরণে, কান্তারে ও অটবীতে বিপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে স্মরণ করিলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। হে সুরেশ্বরি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্নতি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা ও দয়া। আপনার পূজা করিলে নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না। হে ভক্তবৎসলে, শরণাগতপালিকে, দুর্গে!

আমি রাজভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন; আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

দেবী রাজার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমার প্রসাদে অচিরকালমধ্যে তোমার সংগ্রামে বিজয় লাভ হইবে। তুমি নিখিল কৌরববাহিনী পরাজয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীতমনে রাজ্য ভোগ করিবে এবং তোমার সখ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে।

হে ধর্ম্মরাজ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম সংকীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ুঃ, অপূর্ব্ব দেহ ও পুত্র প্রদান করি। যাহারা প্রবাস, নগর, শক্রশঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহন, পর্ব্বত, সাগর প্রভৃতি দুর্গমস্থলে বিপন্ন হইয়া এইরূপে আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সিদ্ধ হয়।

দেবী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবদের রক্ষা বিধান করিয় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

উদ্যোগপর্ব্ব

১০২। প্রিয়বাদি পুরুষ অতি সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা বা শ্রোতা অতি দুর্লভ।

১০৩। পরিমিত ভোজা ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ু, বল ও সুখ লাভ করেন; তাঁহারই নির্দ্দোষ পুত্র উৎপন্ন হয়।

১০৪। বুদ্ধি, প্রভাব, তেজঃ, স্বত্ব, উত্থান, ও ব্যবসায় সম্পন্ন হইলে জীবিকার অভাব নিবন্ধন ভীত হইতে হয় না।

১০৫। পুরুষের বল পঞ্চ বিধ, প্রথম বাহুবল, দ্বিতীয় অমাত্যবল,

তৃতীয় ধনবল, চতুর্থ পুরুষ পরম্পরাগত আভিজাত্য বল, পঞ্চম প্রজ্ঞাবল, এই বলই শ্রেষ্ঠবল ইহা দ্বারা সকল বল সংগৃহিত হইতে পারে।

১০৬। বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া দূরস্থ হইয়াও বিশ্বস্ত থাকিবে না; বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ; তিনি হিংসিত হইলে তদ্দ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন।

১০৭। পূজনীয়া সচ্চরিত্রা ভাগ্যবতী রমণী সকল গৃহের শ্রী ও দীপ্তি স্বরূপা, অতএব তাহাদিগকে সাতিশয় যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে।

১০৮। তপস্যা তাপসদিগের বল, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের বল; হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণমান দিগের বল।

১০৯। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবোপাসনা, সৎকুল, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তি সঙ্গত বাক্য এই দশটি স্বর্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

সনৎ সুজাতের উপদেশ

যে গৃহ তৃণাদি পরিপূর্ণ বর্ষা কালীন ক্ষেত্রের ন্যায় অন্নপানে পরিপূর্ণ, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিবেন, কিন্তু ক্ষীণবৃত্তি গৃহস্থকে কদাচ উৎপীড়িত করিবেন না।

যে স্থানে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ না করিলে অমঙ্গল জনক ভয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে স্থানেও যে ব্যক্তি আপনার উৎকর্ষ প্রকাশ না করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে বাস করিয়াও মনে করেন যে, জ্ঞাতিবর্গ আমার আচার ব্যবহারাদি কিছুই অবগত না হউন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

জীব ও ঈশ্বর উভয়েই হৃদয়াকাশে অবস্থান করিছেন! তন্মধ্যে একজন নির্ম্মায় ও সূর্য্যের সূর্য্য; তিনি ভূর্লোক ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শুক্র, পৃথিবী, আকাশ, দিক্ সমুদায় ভুবন ও সেই দেবদ্বয়কে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে নদী সকল প্রবাহিত ও মহাসাগর সমুদায় বিহিত হইয়াছে; যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে—সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয় স্বরূপ অশ্বগণ কর্ম্মাধীন ও বিনাশী দেহ রথে যোজিত হইয়া জীবকে সেই দিব্য অজর অমর পরমাত্ম পদে প্রতিষ্ঠিত করে। যোগিরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

তাঁহার রূপের সাদৃশ নাই, কেহ তাঁহাকে নয়ন গোচর করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাঁহারা মনঃ, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে অবগত হন, তাঁহারাই মুক্তি লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

জীবগণ, চিত্ত, স্মরণ, শ্রোত্র, শ্রবণ, বাক্, বচন, শব্দ, বিপদ, প্রাণ, শ্বসন, সংস্কার ও সুকৃত সম্পন্ন চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, দেবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অবিদ্যা নদীর জল পান ও তাহাতে পুত্র, পশু প্রভৃতি মধুর ফল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ করিয়া সেই শুক্র নামক অধিষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

যে জীব পরলোকে কর্ম্মের অর্দ্ধফল উপভোগ করিয়া ইহলোকে অবশিষ্ট ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং অন্তর্যামী হইয়া সর্ব্বভূত মধ্যে অবস্থান করে, সেই জীবই যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

চিদাত্মারূপ পক্ষী, স্ত্রী পুত্র স্বরূপ পত্র বিশিষ্ট অবিদ্যা বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া পক্ষহীন হয়; পরে তথায় পক্ষোদ্ভেদ হইলে স্বেচ্ছানুসারে নানা দিকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

অপান প্রাণে, প্রাণমনে, মনঃ বুদ্ধিতে, বুদ্ধি পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

যেমন হংস সময়ানুসারে এক চরণ গোপন করিয়া থাকে, তদ্রূপ জাগ্রতস্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ চতুষ্টয় সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়াখ্য পাদ প্রকাশ না করিয়া কেবল পাদত্রয়ে বিচরণ করেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত ও অমৃত উভয়ই বিলুপ্ত হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করেন।

অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ; তিনি লিঙ্গ শরীর যোগে নিত্য হইয়া থাকেন; কিন্তু মূঢ়েরা সেই সর্ব্ব কার্য্য সমর্থ, স্তবনীয়, মূল কারণ, চৈতন্য স্বরূপ, ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

মনুষ্যেরা শমাদি বিহীন হউক বা তদ্‌যুক্তই হউক ঈশ্বরকে একরূপ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট মৃত অমৃত উভয়ই তুল্য; কেবল মুক্ত ব্যক্তিরা মধুস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্ম বিদ্যা প্রভাবে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া উভয় লোকেই সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হন; তিনি তৎকালে অগ্নি হোত্রে আহুতি প্রদান না করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমি দাস এইরূপ বাক্য কদাচ উচ্চারণ করা উচিত নহে, কারণ ধ্যান পরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে সন্দর্শন করেন।

বাক্য মনের অগোচর যোগৈকগম্য নির্ব্বিকার পরমাত্মা জীবকে আপনাতে লীন করেন; যে ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

যিনি অনন্ত পক্ষ বিস্তার করিয়া গমন করেন, যাঁহার বেগ মনোবেগ তুল্য, তিনিই হৃদয়স্থ অন্তরাত্মাকে প্রাপ্ত হন; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পরমাত্মার রূপ নয়ন গোচর হয় না; কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিরাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। নিন্দা ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তির হৃদয় পরিতপ্ত করিতে পারে না, অধ্যয়নে অমনোযোগ ও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান তাঁহার অন্তঃকরণ সন্তপ্ত করিতে পারে না, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অতি শীঘ্র ধ্যান পরায়ণ পুরুষ লভ্য প্রজ্ঞা লাভ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করেন।

যিনি সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি অন্যকে বিষয়াসক্ত নিরীক্ষণ করিয়া কদাচ শোকাকুল হন না; কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরাই শোকাকুল হইয়া উঠে। যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলাশয়ে ইষ্ট সিদ্ধি হয়, তদ্রূপ, আত্মজ্ঞ ব্যক্তির সমস্ত বেদ মধ্যে ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হৃদয়স্থিত আত্মা কাহারও দৃষ্টি গোচর হয় না, তিনি জন্মাদি শূন্য, অতন্দ্রিত ও জগন্নিয়ন্তা; বিদ্বান ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া নির্ম্মল হন। বিদ্বান ব্যক্তি জ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের আর উপায় নাই। ব্রহ্মেররূপ শুক্ল, লোহিত, আয়স এবং সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। সেইরূপ ভূর্লোকে নাই, দ্যুলোকে নাই, সাগরে নাই, তারক সমূহে নাই, সলিলে নাই, সৌদামিনী মালায় নাই, জলদজালে নাই, বায়ুতে নাই, দেব নিবহে নাই, নিশাকরে নাই এবং সূর্য্য মণ্ডলেও নাই। ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব, সাম, রথন্তর বার্হদ্রথ এবং মহাযজ্ঞেও তাহা নয়ন গোচর হয় না।

সেই ব্রহ্ম অনতিক্রমণীয় ও অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত; প্রলয়কালে অন্তক ও তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে, তিনি ক্ষুর ধারের

ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর। তিনি প্রতিষ্ঠা, তিনি মুক্তি, তিনি সমুদায় লোক, তিনি যশঃ ও তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে। তিনি অনাময়, মহৎ ও উদিত যশ: স্বরূপ; কবিগণ তাঁহাকে বিকার স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি বিকৃত নহেন; তাহাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। যে সকল মহাত্মারা তাঁহাকে বিদিত হন, তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন।

শান্তিপর্ব্ব

১১০। ইহালোকে অকিঞ্চনতার অভিলাষ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। নির্ধনতা নিতান্ত নিন্দনীয়, ঋষিগণই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মোনুষ্ঠান করেন।

১১১। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ঐরূপ কার্য্য করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, কারণ গৃহস্থ ধন দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারেন। মনুষ্যের ধন অপহৃত হইলে ধর্ম্মও অপহৃত হয়। কেহ আমাদিগের ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিলে তাহাকে ক্ষমা করা উচিৎ নহে।

১১২। ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই, দরিদ্র লোক দিগকে নিয়তই মিথ্যাপবাদ দূষিত দেখিতে পাওয়া যায়।

১১৩। নির্ধন ব্যক্তি পতিতের ন্যায় সর্ব্বদা শোক করিয়া থাকে, সুতরাং পতিতে ও নির্ধনে কিছুই ইতর বিশেষ নাই।

১১৪। যেমন পর্ব্বত হইতে নদীসমূহের সঞ্চার হয়, সেইরূপ অর্থ হইতে বিবিধ সৎকার্য্য হইয়া থাকে।

১১৫। লোকে অর্থ হইতেই ধর্ম্ম কাম ও স্বর্গলাভে সমর্থ হয়। অর্থ না থাকিলে জীবিকা নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠে।

১১৬। ধন বিহীন অল্পবুদ্ধি পুরুষের ও ক্রিয়া কলাপ গ্রীষ্ম কালীন সামান্য নদী সমূহের ন্যায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধু বান্ধব সম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিত পদবাচ্য হইয়া থাকে।

১১৭ নির্ধন ব্যক্তি অর্থাগমের চেষ্টা করিলেও তাহাও বৃথা হয়। মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ অর্থ অর্থের সহিত মিলিত হয়।

১১৮। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না, লোকের শরীর কৃশ হইলে তাহাকে কৃশ বলা যায় না, যাহার অশ্ব গো, ভৃত্য ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ।

১১৯। ধনই কুল মর্য্যাদা ও ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিদান।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ অবলম্বন পূর্ব্বক ধন উপার্জ্জন করিয়া সৎকার্য্যে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী।

১২১। আপদগ্রস্থ, জরাগ্রস্থ অথবা শত্রুহস্তে পরাজিত ব্যক্তিরই সমুদায় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান লোকেরা এই নিমিত্তই বিষয় পরিত্যাগ করা অকর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

১২২। বিবিধ যত্ন সহকারে ধন আহরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১২৩। যে ব্যক্তি পুত্র, পৌত্র, দেবতা, ঋষি, অতিথি ও গুরুজনকে ভরণ পোষণ করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তিই একাকী অরণ্যে কাল যাপন করিতে পারে।

১২৪। যদি ত্যাগশীল হইলেই সিদ্ধি লাভ হইত তাহা হইলে

পর্ব্বত ও বৃক্ষগণের অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত। লোক আপন ভাগ্য বলেই সিদ্ধ হয়, অন্যের ভাগ্য বলে কদাচ সিদ্ধি লাভে সমর্থ হয় না।

১২৫। কর্ম্মানুষ্ঠান করা সকলের কর্ত্তব্য, কর্ম্মব্যতিত সিদ্ধি লাভের উপায়ান্তর নাই। যদি আপনার ভরণ পোষণ করিলেই সিদ্ধি লাভ করা যাইত; তাহা হইলে জলজন্তু স্থাবর গণের ও অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হইত।

১২৬। জগতের যাবতীয় লোক স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য কর্ত্তব্য, কর্ম্মহীন ব্যক্তি কদাচ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

১২৭। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ তপোনুষ্ঠান করা হয়, প্রতিদিন যথা নিয়মে দেবার্চ্চনা, 'পিতৃতর্পণ, ব্রহ্মোপাসনা ও গুরুর পরিচর্য্যা করা সহজ ব্যাপার নহে। উহা অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনই মানবগণের মহা তপস্যা, তাহার সন্দেহ নাই। উহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। মহাত্মাগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানকে তপস্যা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

১২৮। যাঁহারা প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে পিতৃলোক, দেবতা, অতিথি ও আত্মীয়গণকে অন্নপ্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তাহারাই বিঘসাশী। বিঘসাশীদিগের ন্যায় কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

উঁহারা আপনাদিগের কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ফলে ইহলোকে জনসমাজে সম্মানভাজন হইয়া অন্তে অনন্তকাল নিরাপদে ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন।

১২৯ যে ব্যক্তি অহঙ্কার ও মমতা ত্যাগ করিতে পারে, সেই

যথার্থ ত্যাগশীল। কেবল গৃহ পরিত্যাগ করিলে, ত্যাগশীল হইতে পারে না।

১৩০। দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধানধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। আর অনেকানেক পাপ-পরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ড ভয়ে, অনেকে যমদণ্ড ভয়ে, অনেকে পরলোক ভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। সংসারের প্রায় সমুদায় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদায়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দ্দান্তদিগের দমন ও দুর্ব্বিনীতদিগের শাসন করে বলিয়া উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সমস্ত কার্য্যই অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ আবার দণ্ডের আয়ত্ত।

১৩১। ব্যাধি দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক ঐ।

উভয়বিধ ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর উৎপন্ন হয়। একের সাহায্য না থাকিলে অন্যের উৎপত্তি হয় না। শরীর অসুস্থ হইলে মনের অসুখ ও মনঃ অসুস্থ হইলে শরীরের অসুখ হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি অতীত শারীরিক বা মানসিক দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতাপিত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখ লাভ করে।

কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটী শারীরিকগুণ যাঁহাদিগের এই তিনগুণ সমভাবে থাকে তাহাদিগকে সুস্থ, আর যাহাদিগের এইগুণত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের বৈলক্ষণ্য জন্মে তাহাদিগকে অসুস্থ বলা যায়।

পণ্ডিতেরা উষ্ণদ্রব্য দ্বারা কফের ও শীতল দ্রব্য দ্বারা পিত্তের

নিবারণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শরীরের ন্যায় মনের ও তিনগুণ আছে। সেই গুণত্রয়ের নাম সত্ব, রজ ও তমঃ যাহাদিগের ঐ গুণত্রয় সমভাবে থাকে তাহারাই সুস্থ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন গুণের বৈলক্ষণ্য হইলে তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক।

১৩২। আত্মা অবধ্য সুতরাং আত্মার বিনাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। জীবাত্মা এক শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণ করে।

১৩৩। ইহলোকে সাধুলোকেরা অন্নদান করিবার জন্য জীবন-ধারণ করেন।

ইহলোকে অন্ন সম্পন্ন মানবগণই গৃহস্থ হইয়া থাকে। সকলেই অন্নদ্বারা জীবিত থাকে, অতএব অন্নদাতাই প্রাণদাতার স্বরূপ।

১৩৪। উদ্যমই প্রধান পুরুষকার বরং ভগ্ন হওয়া উচিত, তথাপি নত হওয়া বিধেও নহে, বরং বনে গিয়া বাস করিবে, তথাপি মর্য্যাদা শূন্য হইয়া অবস্থান করিবে না।

১৩৫। উচ্চপদে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীবিহীন হইলে মৃত্যু তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

১৩৬। মানবগণ ঐশ্বর্য্যচ্যুত্য হইলেই সকলের নিকট অপমানিত হইয়া অতি দুঃখে জীবন ধারণ করে।

১৩৭। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মানিত ও পশ্চাৎ অপমানিত হইতে হয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তির সে স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১৩৮। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক, আত্ম-রক্ষায় ও সতর্ক হয় না।

১৩৯। স্ত্রী জাতির যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, ও উপবাস কিছুই করিতে হয় না। উহাদিগের স্বামী শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম উহারা সেই ধর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গলাভ করিতে পারে।

১৪০। বাক্ শৌচ, কর্ম্মশৌচ ও জলশৌচ এই তিন প্রকার শৌচ দ্বারা বিশুদ্ধ হওয়া যায়।

১৪১। মহর্ষিগণ ব্রহ্মোপাসনা হইতে বিরত হন না।

১৪২। সূর্য্য যেমন স্বমুখে আত্মগুণ প্রকাশ করেননা, সেইরূপ মহৎ ব্যক্তি আত্ম-প্রশংসা না করিয়া স্বীয় যশ প্রভাবে ভূমণ্ডলে শোভা পাইয়া থাকেন।

১৪৩। মূর্খেরা আত্মপ্রশংসা নিবন্ধন সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে।

১৪৪। অজ্ঞান প্রভাবেই লোকে দুর্গতি বিশিষ্ট, ক্লিষ্ট ও আপদে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

১৪৫। মহর্ষিগণ স্বীয় বিজ্ঞান বলে নানাপ্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় সংযম সর্ব্বপ্রধান।

১৪৬। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ যে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তপই তাহার কারণ।

১৪৭। সত্যই ধর্ম্মের আধার, অতএব সত্য বিলুপ্ত করা অতি গর্হিত কার্য্য। সত্য তপঃ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্ম স্বরূপ।

১৪৮। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক ধূলিতে শয়ন করে, দেবতারাও সতত তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করেন।

১৪৯। যিনি সমস্ত অভিষ্ট লাভে সমর্থ হন, আর যিনি সমস্ত অভিষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন; এই উভয়ের মধ্যে ভোগ বিরত ব্যক্তিই প্রশংসনীয়।

১৫০। আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, আশাকে বিনাশ করিতে পারিলেই পরম সুখ লাভ হয়।

১৫১। সত্যই ব্রহ্ম, লোক সমুদায় সত্যপ্রভাবেই স্বর্গলাভ করে।

১৫২। লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, অক্ষমা, নিলর্জ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হয়। ইষ্ট বস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত পরাজয় করেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞ ও যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

ভারত যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ ও পতি পুত্র বিহীন কৌরব স্ত্রীগণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান এবং দীন ও অন্ধদিগকে . গৃহ, আচ্ছাদন, ভোজন দান করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিবস গতে জ্ঞাতি বধ পাপ হইতে নিস্কৃতি পাইবার বাসনায় পাণ্ডবেরা অনেক তীর্থাদি ভ্রমণ করিলেন, তাহাতেও মনে শান্তি না পাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাত্মা বেদব্যাসের আদেশে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। চৈত্র পৌর্ণমাসীতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। মহাসমারোহে এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। এই যজ্ঞ সুবর্ণযজ্ঞ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে স্নান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির পরম-পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দেহ ত্যাগ করিলে, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, মহাপ্রস্থান করিবার মানসে অর্জ্জুনকে কহিলেন; ভ্রাতঃ! কালই প্রাণিগণের কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকেন। কাল প্রভাবেই মনুষ্যের বিনাশ হয়। আমি এক্ষণে সেই কালের কবলে নিপতিত হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির কর। যুধিষ্ঠিরের এই কথায় অর্জ্জুন, ভীম, নকুল ও সহদেব অনুমোদন করিয়া কহিলেন, আমরাও অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিব।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ সকলকে সম্ভাষণ করিয়া ভ্রাতৃগণ সহিত বনগমনে স্থির নিশ্চয় হইয়া আভরণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বল্কল পরিগ্রহ করিলেন। তখন মহাত্মা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় বল্কল পরিধান করিয়া বন গমনে কৃত নিশ্চয় হইলেন। কৌরব কামিনীগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে বনপ্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনা-নগর হইতে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় এক কুক্কুর তাঁহাদের অনুগামী হইল।

এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পত্নীর সহিত উপবাস ও যোগপরায়ণ হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন, কুক্কুর ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এইরূপে তাঁহারা লোহিত সাগরের কূলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে মহাত্মা অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীর দ্বয় সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।

তৎপরে পাণ্ডবগণ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া সমুদ্র জল প্লাবিত দ্বারকাপুরী দর্শন করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ বাসনায় তথা হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে হিমালয় গিরি দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরু পর্ব্বত তাঁহাদিগের নয়নপথে নিপতিত হইল। তখন তাঁহারা হিমালয় অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডব মহিষী দ্রৌপদী অতি পরিশ্রমে যোগভ্রষ্টা হইয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ধরাতলে পতিত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী দ্রৌপদী কখনও কোন অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত উনি ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের সকলের অপেক্ষা অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, এই নিমিত্ত আজ তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়া সমাহিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা সহদেবের ধরাতলে পতন হইল। তখন মহাবীর ভীমসেন সহদেবকে পতিত দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব অহঙ্কার বিহীন এবং সর্ব্বদা আমাদিগের শুশ্রূষায় একান্ত অনুরক্ত ছিল। তবে আজি কি জন্য উহাকে ধরাতলে পতিত হইতে হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ জ্ঞান করিত। সেই পাপে আজি উহাকে ভূমিতলে পতিত হইতে হইল এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সহদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্য মনে আর আর ভাই ও কুক্কুর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। কিছুদূর গমন করিলে পরে মহাত্মা নকুল, দ্রৌপদী ও কনিষ্ঠ সহোদরের পতন নিবন্ধন দুঃখিত হইয়া পতিত হইলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কহিলেন, কি পাপে আজ নকুল ভূতলে পতিত হইলেন, যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধর্ম্ম পরায়ণ নকুল মনে করিত আমার তুল্য রূপমান্ আর কেহই নাই, এই নিমিত্ত আজি উহাকে ধরাতলে পতিত হইতে হইল। তুমি আর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সহিত আগমন কর। যে যেরূপ কার্য্য করে তাহাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ নকুলকে পরিত্যাগ করিয়া সমাহিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত মহাবীর অর্জ্জুন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃ শোকে বিমনা হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তখন

মহাত্মা ভীমসেন পুনরায় ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্মা অর্জ্জুন কি পাপে ধরাতলে পতিত হইলেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ ! অর্জ্জুন শৌর্য্যাভিমানী হইয়া আমি এক দিনেই সমুদায় শত্রু সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা প্রতিপালন করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাবীর বলদর্প নিবন্ধন সমুদায় ধনুর্দ্ধরকে অবজ্ঞা করিত। সেইজন্য আজি উহাকে পতিত হইতে হইল।

ধর্ম্ম পরায়ণ ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সমাহিত চিত্তে ভীম ও সেই কুক্কুর সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন, হঠাৎ মহাবীর ভীম ধরাতলে পতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি আজ কোন্ পাপে পতিত হইলাম।

তখন ধর্ম্মরাজ কহিলেন, ভ্রাতঃ তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু না দিয়া স্বয়ং অত্যন্ত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে এই নিমিত্ত তোমাকে ভূতলে পতিত হইতে হইল। এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই কুক্কুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন্ এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র একখানি রথ সহিত উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি অবিলম্বে এই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন কর ? তখন ধর্ম্মরাজ দেবরাজকে কহিলেন, সুররাজ ! সুখ সংবর্দ্ধিতা সুকুমারী পাঞ্চালী ও আমার পরম প্রিয় ভ্রাতৃগণ ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতে আমার কিছু মাত্র বাসনা নাই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত উহাদিগকে স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন।

ধর্ম্মরাজ বিনীতভাবে এই কথা কহিলে, দেবরাজ কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদী ও তোমার ভ্রাতৃ চতুষ্টয় মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার অগ্রেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তুমি এই নর দেহেই স্বর্গারূঢ় তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে; সন্দেহ নাই।

সুররাজ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় কহিলেন, দেবরাজ! এই কুক্কুর আমার একান্ত ভক্ত। এ বহুদিন আমার সহিত রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আমার সহিত স্বর্গারোহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে নিতান্ত নৃশংস ব্যবহার করা হইবে।

ধর্ম্মনন্দন এইরূপ অনুরোধ করিলে দেবরাজ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! আজি তুমি অতুল সম্পদ, পরম সিদ্ধি, অমরত্ব ও আমার স্বরূপত্ব লাভ করিবে; অতএব অচিরাৎ কুক্কুরকে পরিত্যগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে কিছুমাত্র নৃশংস ব্যবহার করা হইবে না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেবরাজ! অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের কদাপি বিধেয় নহে। এক্ষণে যদি স্বর্গীয় সম্পত্তি লাভের নিমিত্ত আমাকে পরম ভক্ত কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে সে সম্পদে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

দেবরাজ বারংবার বুঝাইলেও ধর্ম্মরাজ কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমনে ইচ্ছা করিলেন না, আরও বলিলেন, আমার মতে ভক্তজনকে পরিত্যাগ করা মহাপাপ। তখন সেই কুক্কুর কহিল, আমি ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কুক্কুর দেহ ধারণ করিয়াছিলাম।

ভগবান্ ধর্ম্ম এই কথা কহিলে, ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির অচিরাৎ দেবগণের সহিত সেই ত্রিলোক পাবনী মন্দাকিনীর তীরে উপস্থিত হইয়া তাহার পবিত্র জলে অবগাহন করিলেন। ঐ সলিলে অবগাহন

করিবামাত্র তাঁহার মনুষ্য দেহ তিরোহিত ও দিব্য মূর্ত্তি উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার অন্তর হইতে শোক তাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়া গেল। তখন তিনি দেবগণ, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন। সেইস্থানের সামান্য দূরে দুর্য্যোধন প্রভৃতি এবং মহাবীর কর্ণকেও দেখিলেন। সমুদায় বীরগণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সমরাঙ্গনে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বীর-জনোচিত সদগতি লাভ করিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

সমাপ্ত।